NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

ইউরোপ, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

পেজ ৪

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ৬ মার্চ ২০২৪ ২২ ফাল্গুন ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 6.3.2024, Vol.17, Issue No. 264, 8 Pages, Price 3.00

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার

বিকশিত ভারত,
বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ
মোদী সরকারের গ্যারান্টি

পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে ₹১৫,৪০০ কোটির বিনিয়োগের মাধ্যমে কলকাতা, হাওড়া, পুণে, কোচি, আগ্রা এবং গাজিয়াবাদে মেট্রো রেল প্রকল্পগুলির উপহার

শিলান্যাস

পিম্পরি চিঁচ্ওয়াড় – নিগড়ি (পুণে মেট্রো)

উদ্ঘাটন

- হাওড়া ময়দান – এসপ্লানেড অংশ (গ্রীন লাইন, কলকাতা মেট্রো)
- কবি সুভাষ – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অংশ (অরেঞ্জ লাইন, কলকাতা মেট্রো)
- তারাতলা – মাঝেরহাট অংশ (পার্পল লাইন কলকাতা মেট্রো)
- রুবি হল ক্লিনিক থেকে রামবাড়ি পর্যন্ত (পুণে মেট্রো)
- এসএন জংশন থেকে ত্রিপুনিথুরা পর্যন্ত (কোচি মেট্রো)
- তাজ ইস্ট গেট থেকে মনঃকামেশ্বর পর্যন্ত (আগ্রা মেট্রো)
- দুহাই থেকে মোদিনগর নর্থ স্ট্রেচ পর্যন্ত (দিল্লি-মেরঠ RRTS সেকশন)

প্রথম মেট্রো পরিষেবাকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে শুভারম্ভ

- হাওড়া ময়দান – এসপ্লানেড (গ্রীন লাইন, কলকাতা মেট্রো)
- কবি সুভাষ – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (অরেঞ্জ লাইন, কলকাতা মেট্রো)
- তারাতলা – মাঝেরহাট (পার্পল লাইন কলকাতা মেট্রো)
- রুবি হল ক্লিনিক - রামবাড়ি (পুণে মেট্রো)
- এসএন জংশন - ত্রিপুনিথুরা (কোচি মেট্রো)
- দুহাই - মোদিনগর নর্থ (দিল্লি-মেরঠ RRTS সেকশন)
- তাজ ইস্ট গেট - মনঃকামেশ্বর (আগ্রা মেট্রো)

প্রকল্পগুলির লাভ

- রাস্তাগুলিতে যানবাহনের ভিড় অনেকটাই কমবে
- জলের নিচ দিয়ে মেট্রো রেলওয়ে সুরঙ্গের মাধ্যমে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে দ্রুত পরিবহন লিংক
- নগর পরিবহনের পরিকাঠামোর উন্নয়ন
- কলকাতা, হাওড়া, পুণে, কোচি, আগ্রা, এবং গাজিয়াবাদ এলাকার মানুষের জন্য যাতায়াত এবং জীবন-যাপনে সুবিধা
- নগর এবং উপনগরের যাত্রীদের যাতায়াতের সময় কমবে
- পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী

কর্তৃক

গণ্যমান্য উপস্থিতি

ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জি
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেল, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী

হরদীপ সিংহ পুরী
কেন্দ্রীয় আবাসন এবং নগর বিষয়ক , পেট্রোলিয়াম, এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী

বুধবার ৬ মার্চ, ২০২৪ | সকাল ৯-টায় | এসপ্লানেড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

DD NEWS ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২০৬ নং এফিডেভিট বলে Ramesh Ray S/o. Jamadar Ray ও Ramesh Kr. Ray S/o. J. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, SEKIH RUSTAM, S/o- Sekh Meher, R/o- Vill. Bhitta. PO- Sankari, P.S.- Khandaghosh, Dist.- Purba Bardhaman, Pin - 713424 do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is SEKH RUSTAM, which has been duly recorded in my Aadhaar Card & PAN Card.That my name has been recorded in my Voter Identity Card being No. YAJ2333425 as RUSTAM SEKH, S/o -Meher Sekh & my Madhyamik Registration Certificate my name has been recorded as SK RUSTAM. That SEKH RUSTAM and RUSTAM SEKH both are S/o Meher Sekh is self same and one identical person i.e. myself as well as my father vide affidavit before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 01.03.24.

নাম-পদবী

গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩০৫৪ নং এফিডেভিট বলে Sudipta Datta S/o. Sakti Pada Datta ও Sudipta Dutta S/o. S. P. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, AJOY KUMAR ROY, son of Late BALAI ROY residing at Village-Haricharan, P.O.-Balichak, P.S- Debra, District- Paschim Medinipur, Pin-721124 West Bengal, henceforth be known as AJOY ROY declared before the Metropolitan Magistrate (1st Class), Kolkata vide Affidavit No- 11/CMM/24 dated 28th February 2024. AJOY KUMAR ROY and AJOY ROY both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, JUHI MISHRA, D/o Kailash Pati Mishra, residing at Tower 2, Flat no. 7D, South City Garden, 61 B L Saha Road, Kolkata - 700053 declare that my daughter's name has changed from VIDUSHI SINHA to VIDUSHI MISHRA vide affidavit dated 28.02.2024 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata and VIDUSHI SINHA shall hereafter be known as VIDUSHI MISHRA for all purposes.

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩২৭৬ নং এফিডেভিট বলে Subhendu Tosh S/o. Rabindranath Tosh ও Subhendu Tose S/o. R. N. Tose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩২৭৭ নং এফিডেভিট বলে Sweta Sarkar W/o. Saumabha Gupta ও Sweta Sarkar Gupta S/o. S. Gupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

SITUATION VACANT

Wanted full time Assistant Professor for D.El.Ed. department. EDUCATION, ENGLISH & PHYSICAL EDUCATION (with 55% marks in PG, B.Ed./B.P.ED. & M.Ed./ M.P.ED NCTE Norms) Apply with relevant documents within 10 days, from today, Apply To The President, Disha Educational Institute, Vill.-Serpur, P.O.-Panpur, P.S.-Amta, Dist.-Howrah, Pin-711401 Contact: **6291178322**, E-mail ID- **dishaeducationalinstituteb.ed@gmail.com**

COURT NOTICE

In the Court of Learned District Delegate, Hooghly at Chinsurah

ACT XXXIX Case No. 12 of 2022

PUBLICATION NOTICE IN PETITION UNDER THE INDIAN SUCCESSION ACT, 1956

Smt. Rita Saha, wife of Late Samir Kumar Saha, resident of 327, Balai Bhavan, Bally Road, near Chawk bazaar Water tank, P.S. Chinsurah, P.O. and Dist. Hooghly, Pin: 712103

-VERSUS-

Genaral Public

Whereas the above named petitioner **Smt. Rita Saha** has filed a petition before this Court for the grant of **Succession Certificate** regarding the assets lying in the P.P.F. Account with the S.B.I., S.P.B. Branch, Rohara Plaza, Chinsuah Municipal Bus Stand amounting to **Rs. 16,02,387/-** left by the deceased husband **Samir Kumar Saha**, son of late Balai Chandra Saha, resident of 327, Balai Bhavan, Bally Road, near Chawk Bazaar Water tank, P.S. Chinsurah, P.O. and Dist. Hooghly, Pin: 712103 who died on 15th August, 2021.

Notice is issued in the name of General Public that in case anybody has any objection for the grant of **succession certificate**, he/she can file objections to the same within 30 days from the date of publication of this notice failing which the petition shall be decided in accordance with law.

Identified by me
Shankha Subhra Chatterje
Advocate
Judges' Court, Chinsurah

By Order of the Court
Mr. Charan Singh
Serestadar
District Delegate, Hooghly.

ধর্ম-পরিবর্তন

আমি Lilima Manna, D/O- Khagendra Nath Manna, Address B-6/8 BANA-MALIPUR SARKARI ABASAN P.O+ P.S- Barasat Dist - North 24 pgs Pin-700124 আমি জন্মসূত্রে হিন্দু, ২০০৫ থেকেই মুসলিম ধর্মের বিভিন্ন উৎসব ঈদ, শবেবরাত, নামাজ উদযাপন করে এসেছি, বর্তমানে বারাসাত কোর্টে নোটারি পাবলিকের সামনে ০৫/০৩/২০২৪ তারিখের হলফনামা বলে আমি স্বেচ্ছায় মুসলিম ধর্মে পরিবর্তিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস, পিতা-স্বর্গীয় সুভাষ চন্দ্র দাস, একটি ৫০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট ক্রয় করেন যার হোল্ডিং নং ১০৩, দ্বিতল, ফ্ল্যাট নং ২/৪, পূর্ব সিঁথি রোড, 'এ', দক্ষিণ দমদম, কলকাতা-৩০, যার মালিক ছিলেন স্বর্গতা শিবানী ভট্টাচার্য্য। উনি গত ২১-১২-২০১৫ তারিখে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। ওনার একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী শ্রী অজিত ভট্টাচার্য্য, যিনি আমার মক্কেলকে ফ্ল্যাটটি বিক্রয় করেন। এই সংক্রান্ত কাহারো কোনো ওজর আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

শঙ্কর নারায়ন সাহা
আইনজীবি
কলিকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়,
দূরাভাষ- ৮৯১০৫০০২৮৯

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-নদীয়া, মোকাম-তেহট্ট,
সিভিলজজ (জুনি.ডি.ভি.) আদালত
সাকসেশন কেস নং- ৫/২০২২

দরখাস্তকারী;- ধীরাজ সরকার

-বনাম-

প্রতিপক্ষ -বুলবুল মিস্ত্রী

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, ১) চয়নিকা সরকার, স্বামী-মৃত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, এবং ২) বীরেন্দ্রনাথ সরকার, পিতা-মৃত কৃষ্ণমোহন সরকার, উভয়ের সাং-ডাঙ্গাপাড়া, পোঃ-নাজিরপুর, থানা-তেহট্ট, জেলা-নদীয়া, গত ইং-১২/১১/২০১৮ তারিখে চয়নিকা সরকার পরলোক গমন করেন এবং গত ইং-০২/০৯/২০২১ তারিখে ধীরেন্দ্রনাথ সরকার পরলোক গমন করেন। উক্ত চয়নিকা সরকার ও ধীরেন্দ্রনাথ সরকার তাহাদের জীবদ্দশায় UNITED BANK OF INDIA NAZIRPUR BRANCH-এ যাহা বর্তমানে PUNJAB NATIONAL BANK NAZIRPUR BRANCH হইতেছে। তাহাতে একটি জয়েন্ট Account খুলিয়া যান যাহার নং- ০৩৩২০১০১০৩০২৬ তাহাতে ১৩-০১-২০২২ তারিখে ১,২৪,৭০৫ টাকা (মঃ-একলক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত পাঁচ টাকা) বর্তমানে ছিল। উক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের নিজস্ব উক্ত BRANCH-এ একটি SINGLE Account যাহার নং- ০৩৩২০১০১০৮৯৬১ তাহাতে (৪২,১০৮ টাকা মঃ- বিয়াল্লিশ হাজার একশত এক টাকা) বর্তমানে ছিল। তাহাদের মৃত্যুকালে এক পুত্র ধীরাজ সরকার- সাং- ডাঙ্গাপাড়া, পোঃ- নাজিরপুর, থানা- তেহট্ট, জেলা-নদীয়া, ও এক কন্যা বুলবুল মিস্ত্রী সাং-VTC বরণ বেড়িয়া পোঃ-বরণ বেড়িয়া, থানা-ধানতলা, জেলা-নদীয়া, ওয়ারীশ থাকেন। এক্ষণে UNITED BANK OF INDIA NAZIRPUR BRANCH-এ যাহা বর্তমানে PUNJAB NATIONAL BANK NAZIRPUR BRANCH থেকে মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের ওয়ারীশ পুত্র ধীরাজ সরকার, উক্ত টাকা তুলিবার জন্য, মোকাম- তেহট্ট, সিভিল জজ (জুনি.ডি.ভি.) আদালতে ৫/২০২২ নং একটি মিস সাকসেশন মোকার্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন স্বার্থ ও অধিকার বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রাকশের দিন হইতে ত্রিশ (৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

নিবেদন ইতি
তাং- ১৩-০৯-২০২২

দেবাশীষ দত্ত
সেরেস্তাদার-
সিভিল জজ্ (জুনি.ডি.ভি.) আদালত,
তেহট্ট, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তী

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত
জে. মিস. কেশ নং - ৩৯/২০২৩
পরিতোষ সাঁতরা ও মনোতোষ সাঁতরা
.........দরখাস্ত কারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণ কে জানানো যায় যে, বেলদা থানার পানিয়াড়া গ্রাম নিবাসী দরখাস্ত কারী শ্রী পরিতোষ সাঁতরা এর নাবালক পুত্র সঞ্জয় সাঁতরা, পিতা- পরিতোষ সাঁতরা ও শ্রী মনোতোষ সাঁতরা এর নাবালক পুত্র সুমন সাঁতরা, পিতা- মনোতোষ সাঁতরা এর নামিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত জেলা জজ সাহেবের অনুমতির জন্য উপরোক্ত ৩৯/২০২৩ নম্বর জে. মিস. কেশ উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত দরখাস্ত কারী দায়ের করিয়াছেন। যাহার আগামী ইং 12-4-24. তারিখ দিন ধার্য্য রহিয়াছে।

উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে উক্ত ধার্য্য তারিখে বা অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশিত হইবার এক মাস সময় মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং অথবা উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত উকিল বা কর্মচারী দ্বারা আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
ইতি, তাং

নাবালকদ্বয়ের নামিত বিক্রিত সম্পত্তির তপশীল

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- দাঁতন, মৌজা পলাশী, জে.এল নং- ২৮৪, হাল খতিয়ান নং - ২৮৬৭ ও ৩০২৫, হাল দাগ নং - ৩০৪৬, শ্রেণী - জল, পরিমাণ - ০৫ ডেসিমাল।

BY ORDER
Bibhas Mondal
Sheristadar
District Judge's Court
Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate, Midnapur
Dist-Paschim Medinipur
Ref: Succ. No. 3/2024

Bratati Dey Maity
...Petitioner
-VS-
Manik Chandra Maity
...Opp. Party

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জানানো যায় যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীনী ব্রততী দে মাইতি স্বামী- প্রতীম মাইতি, সাং- আন্দিচক, পোঃ- ঘোষপুর, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর তাহার স্বামী গত ইং ০২-০২-২০২১ তাং পরলোক গমন করিলে তাহার নিম্নলিখিত তপশীলে বর্ণিত টাকার প্রাপ্য অংশ লইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন রূপ আপত্তি থাকিলে মোকর্দ্দমার ধার্য্য তারিখ ইং ১৮-০৪-২০২৪ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি প্রদান করিবেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

তপশীল

Indian Bank, Sarishakhola Branch A/C No. 594900468, Amount of Rs.2,57,878.08 and Service Benefit which is lying in Narajole Raj College, Paschim Medinipur.

আদেশানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty.
সেরেস্তাদার
District Delegate,
Paschim Medinipur
04-03-2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই মার্চ। ২২ শেষ ফাল্গুন। বুধবার। একাদশী তিথি। জন্ম ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতের দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রেলকে বিজেপি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে, ট্রেন বাতিল প্রসঙ্গে বিজেপিকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রেলকে বিজেপি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে। উত্তরবঙ্গে ট্রেন বাতিল প্রসঙ্গে বিজেপিকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মেদিনীপুর থেকে ফিরে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের হেলিপ্যাড থেকে বিজেপিকে ট্রেন বাতিল নিয়ে আক্রমণ করেন মমতা।

ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ' আমিও রেলমন্ত্রী ছিলাম, তাই রেলের ব্যবস্থা জানি। অগ্রিম টাকা নিয়ে তারা কীভাবে ট্রেন বাতিল করতে পারে? বিজেপি নিজের স্বার্থে রেলকে ব্যবহার করছে। যাতে ১০ তারিখ ব্রিগেডের মাঠে উত্তরবঙ্গের লোকেরা তাঁদের বঞ্চনার কথা না বলতে পারে।' পাশপাশি মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, 'আমি ৩০ বছর ধরে লড়াই করছি নির্বাচনের আগে কেন টাকা তোলা হবে তাই নিয়ে। এখন ইডি, সিবিআই বিজেপির হয়ে টাকা তুলছে। এমন একটা আইন যাতে কোনও সিজারলিস্ট দেওয়া হয় না, যাকে গ্রেপ্তার করা হল তাকে কারণ জানানো হয় না। বিনা বিচারেই তাকে দীর্ঘকাল যাবৎ আটকে রাখে। এতে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদছে।'

বলেন, ১০ তারিখের ব্রিগেড সমাবেশে বাংলার বিরুদ্ধে সব বঞ্চনা, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হবে। যারা প্রতিবাদ করতে ভালোবাসেন, তাঁরা অবশ্যই আসবেন।'

পাশপাশি মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশে সংঘটিত অপরাধ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপির উদ্দেশ্যে। এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীদের অতিথি সৎকার করে ঘোরানো হবে বলেও কটাক্ষ করেন বিজেপিকে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগ আনল কলকাতা মেট্রোরেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা ভারতের প্রথম মেট্রো ব্যবস্থা। কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে মোট ১১.৪৫ কিলোমিটার (৫.৪ কিলোমিটার অরেঞ্জ লাইন, ৪.৮ কিলোমিটার গ্রিন লাইন এবং ১২৫ কিলোমিটার পার্পল লাইন) যুক্ত করেছে।

এদিকে অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত একটি নতুন মেট্রো করিডরের উদ্বোধন করা হচ্ছে। ১,৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ৫.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ নির্মিত হয়েছে। এই অরেঞ্জ লাইনে পাঁচ স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে চলচ্চিত্র শিল্পী সত্যজিৎ রায়, লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে। পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানোর এই প্রচেষ্টা বলেই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে।

অন্যদিকে গ্রিন লাইন সংযোজ রক্ষা করতে চলেছে হাওড়া ও কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের দুই শতাব্দী প্রাচীন শহরের মধ্যে। এই দুটি শহর হুগলি নদীর নিচ দিয়ে যুক্ত হতে চলেছে এই গ্রন লাইনের মধ্য দিয়েই। এটি নিঃসন্দেহে ইঞ্জিনিয়ারিং জগতের এক অপার বিস্ময়, কারণ আমাদের দেশে এই প্রথম কোনও নদীর নিচ দিয়ে মেট্রো চলাচল করবে। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশ ৪,৯৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এখানে আরও একটা কথা বলতেই হয় হাওড়া মেট্রো স্টেশন ভারতের গভীরতম মেট্রো স্টেশন যা মাটির ৩০ মিটার নিচে থাকছে। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ৪.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেকশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

লোকসভা নির্বাচনে জিরো টলারেন্স নীতি

প্রথম পাতার পর

জেলাশাসক যণন কোনও হেলিকপ্টার কিংবা বিমানকে অবতরণের সবুজ সঙ্কেত দেবেন, তণন ইডি আধিকারিক ও বিসিএস-এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকেও দিতে হবে।' এদিকে বর্তমান দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো ণবর ছড়ানোর প্রবণতা তৈরি হয়েছে। নাগরিকদের সচেতন করতে তাই, জেলাভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া সেল তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। দ্রুত ভুয়ো ণবর সম্পর্কে সতর্ক থাকার কথাও বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, নির্দেশ না মানলে কমিশনের তরফেও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়েও মুণ্য কমিশনার রাজীব কুমার জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী সব রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। সেরকমই এই রাজ্যের কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। সেই বাহিনী কোথায় কতটা প্রয়োজন, সেটা ঠিক করবেন রাজ্যের মুণ্য নির্বাচনী আধিকারিক, স্টেট পুলিশ নোডাল অফিসার এবং সেন্ট্রাল অবজার্ভার। তাঁরা তিনজন মিলেই নিরপেক্ষ ভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। জেলায় জেলায় সংশ্লিষ্ঠ জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি তদারকি করবেন। তবে মঙ্গলবার রাজীব কুমার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনও গণ্ডগোল হলে দায়ী থাকবেন ডিজিপি। কমিশনের কাছে রাজ্যের সমস্ত রিপোর্ট রয়েছে। নির্বাচনে কোনওভাবে পেশিশক্তি, অর্থশক্তিকে বরদাস্ত করা হবে না। ভোট পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের হিংসাকে কড়া হাতে দমন করা হবে। কোনও রকমের সন্ত্রাস বরদাস্ত করা হবে না। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে থাকবে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা। এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে মুণ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানান, শাসকদলই চাইছে বাংলায় যাতে এক দফায় নির্বাচন করা হয়। এদিকে নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য অবাধে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। এরই রেশ ধরে তিনি এও জানান, 'কিছু রাজনৈতিক দল দাবি জানিয়েছে, যাতে নির্বাচনকে এক দফায় করানো যায়। আধার কার্ড যদি বাতিলও হয়ে যায়, তাতেও ভোটে যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে, ভোটিং মেশিনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। তবে নির্বাচন কত দফায় হবে, সেটা নির্ধারিত নয় এণনই। কারণ বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের পর্যবেক্ষকরা জেলায় জেলায় পরিস্থিতি ণতিয়ে দেণবেন। তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে যেদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সংবাদমাধ্যমকেই প্রথম জানানো হবে।

রাজ্যকে বঞ্চনা নিয়ে ফের কেন্দ্রকে তোপ মমতার

প্রথম পাতার পর

কেশপুরে মিটিং থেকে ফিরে আসতে গিয়ে দেণি আমার সব গাড়ির কাচ ভেঙে দিয়েছে। নেতাইতে কীভাবে ণুন হয়েছে? সেই সিপিএম-এর হার্মাদরা এণন বিজেপির নেতা হয়েছে। গড়বেতায় এক বিধবা মা আমায় বললেন ওনার দু'টো ছেলেকে সিপিএম মেরে দিয়েছে। তারাই এণন বিজেপি-র হার্মাদ। তারপর বললেন, মা গো আমার হাতে দু'টো জিনিস দেবে? আমি বললাম কী? উনি বললেন এক হাতে তৃণমূলের পতাকা দাও আর এক হাতে বন্দুক দাও। আমি আমার ছেলের ণুনের বদলা নেব।'

মমতা বলেন, 'ঘাটাল মাস্টার প্রকল্প নিয়ে দেব, জুনরা আমায় বারবার বলেছে। আমরা আড়াইশো কোটি টাকা ণরচ করে অনেক কাজ করেছি। আগামী দু'তিন বছরের মধ্যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমরাই করব। আদিবাসীদের সুবিধার্থে সাঁওতালি,শবব, লোধা-সহ বিভিন্ন বোর্ড আমরা তৈরি করেছি। সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুল তৈরি হয়েছে। কাজ আমরা করছি। আর দিল্লির কিছু গদ্দাররা বলছে তারা নাকি ঘর ঘর জল দিচ্ছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবাই এ রাজ্যে পরিষেবা পাচ্ছে। কেন্দ্র বার্ধক্য ভাতা পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমরা দিচ্ছি। আমরা দিলে গ্যারান্টি থাকে। আর কেন্দ্র দিলে থাকে না। কেন্দ্র কাউকে কন্যাশ্রী দেয় না।' সভা শেষের সময় মুণ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি বিশ্বের দিদি। দেশের দিদি।'

শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল না পুলিশ

প্রথম পাতার পর

সন্দেশণালিকাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ডিভিশন বেঞ্চে যে আবেদন জানিয়েছিল, তার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবারের এই নির্দেশ। গত ৫ জানুয়ারি ইডির আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের জন্য একক বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা ণারিজ করেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, ন্যাজাট এবং বনগাঁ থানার মোট তিনটি অভিযোগের তদন্তের ভার সিবিআই-কে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশকে। এর মধ্যে গত ৫ জানুয়ারি ইডির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ন্যাজাট থানায়।হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। সূত্রের ণবর, রাজ্য সরকারের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি লড়বেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। শীর্ষ আদালতে জরুরি ভিত্তিতে মামলাটির শুনানি চেয়ে আর্জি জানায় তারা। পরে জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট ওই আর্জিতে সাড়া দেয়নি। পুলিশ সূত্রে ণবর, এই আইনি প্রক্রিয়ার কারণেই মঙ্গলবার শাহজাহানকে হেপাজতে পায়নি সিবিআই।

৭ মার্চ বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন প্রাক্তন বিচারপতি

প্রথম পাতার পর

তারপর জানান, 'তৃণমূলই আমাকে রাজনীতিতে আসার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। শাসকদল আমাকে নানাভাবে অপমান করেছে। শাসকদলের মুণপাত্ররা আমাদের অপমানজনক মন্তব্য করেছেন। বিজেপি সর্ব ভারতীয় পার্টি। তাই বিজেপিতে যোগ দিয়েছি।' সন্দেশণালি প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতি জানান, কেবল সন্দেশণালির মতো ঘটনাই যে তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, তেমনটা নয়। তাঁর বক্তব্য, 'সন্দেশণালির মতো ঘটনা রাজ্যের আরও অনেক জেলায় রয়েছে।'বামেদের সঙ্গে কেন গেলেন না মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই কারণ স্পষ্ট করেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বলেন, 'সিপিএম-এ যেতে পারতাম। কিন্তু, আমি ধর্মে বিশ্বাস করি, ওপরওয়ালায় বিশ্বাস করি, ধর্ম পালন করি। তারা সেগুলো করে না। হয়তো কেউ কেউ ভেতর ভেতর করে। বাইরে করে না। তাই দলে গিয়ে কী করব! কোন মিল হবে না!' আর কংগ্রেস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই দল বহুদিন ধরে একটি পরিবারের জমিদারি। সেই পরিবারের সমর্থক হয়ে কিছু নেতা যেমন জয়রাম রমেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তাঁরা কোনও পদও পাবেন না। কাজও করতে পারবেন না। এছাড়াও ওই দলেরই নেতা অতুল্য ঘোষের একটি বই পড়েছি। সেই বইয়ে কংগ্রেস দলের চরিত্র লেণা ছিল।'

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ইউরোপ, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

রবিবার রাত ৮.১৫ মিনিটে ডার্বি ৮

কলকাতা ৬ মার্চ ২০২৪ ২২ ফাল্গুন ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 6.3.2024, Vol.17, Issue No. 264, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

প্রাক্তন বিচারপতিকে পালটা আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন বিচারপতিকে পালটা বাউন্সার দিল তৃণমূল। সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁর আইনিশিক্ষা নিয়েও প্রশ্ন তুলল রাজ্যের শাসকদল। এমনকী, তাঁকে পালটা চ্যালেঞ্জও ছোড়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে নিশানা করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, 'দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করেছেন প্রাক্তন বিচারপতি। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রায় দিতেন। নিজের রায়কে হাতিয়ার করে বিজেপি যোগ দিচ্ছেন।' এর পরই তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগও আনেন কুণাল ঘোষ। নিজের সাংবাদিক সম্মেলনে অভিজিৎ দাবি করেন, কীভাবে বিচার করতে হয় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। এবার বাকি বিচারকরা ঠিক করবেন, তাঁকে রোল মডেল করবেন নাকি অন্যপথে চলবেন। তাঁর এই মন্তব্যের পালটা কুণালের দাবি, নিজের ইমেজ বিল্ডিং করতে অন্য বিচারকদের অপমান করছেন অভিজিৎ। এদিকে প্রাক্তন বিচারপতিকে দু-নম্বরি বলে কটাক্ষ করেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'এজলাসে বসে একেবারে রকবাজের ভাষায় কথা বলতেন। নিজের ইচ্ছে মতো কাজ না হলে যাকে যা খুশি বলতেন। নিজের মর্জিমাফিক কাজ করাতেন।' তিনি আরও বলেন, 'এক বার সিবিআইয়ের দলকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অভিজিৎ। দলে একজন স্বামী-স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, মমতা-অভিষেককে গ্রেপ্তার করতে বলেছিলেন। তারা রাজি না হওয়ায় তদন্তকারীদের দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

আচমকা লগ আউট ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম

মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আচমকা লগ আউট হয়ে গিয়েছিল ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট! বিশ্বজুড়েই ইউজাররা এই সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই হয়তো সমস্ত অ্যাকাউন্ট লগ আউট হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যদিও সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ

শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল না পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, সে কারণে মঙ্গলবার সন্দেশখালির তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শাহজাহান শেখকে হেপাজতে পায়নি সিবিআই। সন্ধ্যাবেলা ভবানী ভবন থেকে তাঁকে ছাড়াই বেরিয়ে যান আধিকারিকেরা। শাহজাহানের হেফাজত নিয়ে রাজ্য একটি মামলা দায়ের করেছে সুপ্রিম কোর্টে। মামলাটি বিচারাধীন; এই যুক্তিতে পুলিশ সিবিআইয়ের হাতে শাহজাহানকে তুলে দিতে অস্বীকার করে।

শাহজাহানকে হেপাজতে নিতে মঙ্গলবার বিকেলে ভবানী ভবনে পৌঁছয় সিবিআই। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। যদিও সন্ধ্যায় দেখা যায়, শাহজাহানকে ছাড়াই ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গাড়ি। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছিল, শাহজাহানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর ভবানী ভবনে পৌঁছন দক্ষিণবঙ্গের এডিজি (অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল) সুপ্রতিম সরকার। তার পরেও কেন শাহজাহানকে ছাড়া সিবিআই আধিকারিকেরা বেরিয়ে গেলেন ভবানী ভবন থেকে, সেই নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। সে কারণে শাহজাহানের 'হেপাজত-বদল' হয়নি। মঙ্গলবারই সন্দেশখালি মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যেই ধৃত শাহজাহানকে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ারও নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। তার পরেই মঙ্গলবার বিকেলে শাহজাহানকে হেপাজতে নিতে ভবানী ভবনে পৌঁছন সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। তদন্তের কাগজপত্রও তাঁদের হাতে নেওয়ার কথা ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত শাহজাহানকে ছাড়াই বেরিয়ে আসেন সিবিআই আধিকারিকেরা।

শেষাংশ দুয়ের পাতায়

রাজ্যকে বঞ্চনা নিয়ে ফের কেন্দ্রকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রশাসনিক সভায় রাজ্যকে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ফের কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

তিনি প্রধানমন্ত্রীর নাম না করে বলেন, 'কয়েকদিন আগে দিল্লি থেকে এসে আবাস যোজনা নিয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন। ওরা নাকি আবাস প্রকল্পের জন্য ৪৩ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। আমরা ঘর না করে খেয়ে নিয়েছি। আমি বলছি ২০১৪-২০১৫ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত কেন্দ্র ২৯ হাজার ৮৩৪ কোটি টাকা দিয়েছে। রাজ্য দিয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। জমি রাজ্যকে দিতে হয়েছে। কেন্দ্র তিন বছর আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে। আমরা ৪৩ লক্ষ বাড়ি করে দিয়েছি। মে মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করব। টাকা না দিলে আমরাই ১১ লক্ষ বাড়ির কাজ আমরাই শুরু করব। কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা চাইবো না প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করে বলেন, মেদিনীপুরের মাটি মাতঙ্গিনী হাজরা ও বিদ্যাসাগরের মাটি। এ মাটি গদ্দারদের সমর্থন করে না।'

তিনি আরও বলেন, 'কালকে খড়গপুরের নেতা প্রদীপ সরকাররা বলছিল, খড়গপুরে রেল কলোনী অনেক আছে। ভোটের আগে ওখানে আটটা ওয়ার্ডে জল কেটে দেওয়া হয়, কারেন্ট কেটে দেওয়া হয়। বলা হয় বিজেপিকে ভোট না দিলে উচ্ছেদ করবে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, একটা বাড়ির যদি জল-কারেন্ট কাটা হয় তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে। আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। ঘাস রক্ষা করি।' মমতা বলেন, 'এই সরকার সবুজ সাথীর সাইকেল সব ছাত্র-ছাত্রীকে দেয়। বিনা পয়সায় ফোন দেওয়া হয়। আগামী বছর থেকে ১১ ক্লাসে স্মার্ট ফোন দেব। ভোটের আগে দিল্লি থেকে বাবুরা গ্যাসের বেলুন নিয়ে আসে। এরপর বেলুন ফুটো হয়ে যায়। তারা একদিন বলেছিল বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। কিন্তু কেউ কিছু পায়নি। আর এখানে কন্যাশ্রী সবাই পায়।'

মমতা বলেন, 'বাংলাকে দেখে দিল্লি লদীর ভান্ডার চালু করতে চাইছে। ওগুলো ছোট রাজ্য তাই ওদের টাকা কম লাগবে। কিন্তু বাংলা বড় রাজ্য। এখানে কিছু করতে গেলে টাকা বেশি দিতে হয়। মনে রাখবেন এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে দ্বিগুণ টাকা ঢুকবে লদীর ভান্ডারে।' জঙ্গলমহলের স্মৃতি উগরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,' চমকাইতলায় অজিত পাঁজাকে ঘিরে ধরেছে। আমি দৌড়ে গেলাম। দেখি চারদিক থেকে গুলি চলছে।

শেষাংশ দুয়ের পাতায়

ফের কলকাতায় এলেন প্রধানমন্ত্রী, আজ শহরেই একাধিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনদিনের মাথায় ফের কলকাতায় এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুদিনের সফরে বুধবার, কলকাতায় ১৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি পরিবহণ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের আশা, এর ফলে মহানগরে যান-চলাচলের চাপ কমবে, বাড়বে যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য। উদ্বোধনের আগে প্রকল্পগুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে উৎসাহ তুঙ্গে বারাসাতে এক জন সভাতেও তাঁর ভাষণ দেওয়ার কথা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতার মাটিতে পা রেখেই শিশুমঙ্গল হাসপাতালের দিকে ছোটে তাঁর কনভয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজ ভর্তি রয়েছেন এই হাসপাতালে।

তাঁকেই দেখতে যান প্রধানমন্ত্রী। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে সূচনা হবে একাধিক মেট্রো পথের। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের হওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড অংশ, জোকা - এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরের তারাতলা - মাঝেরহাট অংশ এবং নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো করিডরের নিউ গড়িয়া-রুবি অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তিনি হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত যে রুটের উদ্বোধন করবেন, তার পোশাকি নাম গ্রিন লাইন। গঙ্গার মতো এমন বিপুল নদীর তলা দিয়ে মেট্রো পরিষেবা গোটা দেশে এই প্রথম। হাওড়া মেট্রো স্টেশনই ভারতের সবথেকে গভীরতম মেট্রো স্টেশন। এর পর উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে সভা করবেন মোদি। সেই অনুষ্ঠানের পরেই রাজ্য ছেড়ে উত্তর প্রদেশের খুশি নগরের উদ্দ্যেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালিকে জাতীয় ইস্যু করতে চাইছে পদ্ম শিবির। বারাসাতের সভা, এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দেশের নানা প্রান্তে মহিলাদের সংগঠিত করে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনানো হবে।

লোকসভা নির্বাচনে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলতে চায় নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। আর সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকেই। বিষয়টি সুনিশ্চিত করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। রবিবারই এ রাজ্যে এসেছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বাধীন ফুল বেঞ্চ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজির সঙ্গে বৈঠকে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সোমবার সকালে বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে বৈঠক করে কমিশন। এরপর সোমবার রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠকে বসে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেখানেই তাঁদের এই নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানান, লোকসভা নির্বাচনে অশান্তি রুখতে কমিশন 'জিরো টলারেন্স' নীতি'তে চলবে। কোনওভাবেই যাতে অন্যান্য বারের মতো হিংসা, হানাহানির অভিযোগ না আসে সে ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে। অবাধ, হিংসামুক্ত, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে হবে। ভোটাররা যাতে উৎসবের মেজাজে ভোট দেন। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশিকাও দিয়েছে কমিশন। এই সব নির্দেশিকা যথাযথভাবে পালনের ব্যাপারে আর্জি জানানো হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে কর্তব্যে গাফিলতি বলে কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়।

এরই পাশাপাশি সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট প্রক্রিয়া, অশান্তি দমন, ভোটারদের প্রভাবিত না করার ব্যবস্থার নিশ্চয়তা, ভোট বেআইনি অর্থ লেনদেন রোধ থেকে শুরু করে সার্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বেশ কিছু নির্দেশিকা দিয়েছে কমিশন। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, সব পক্ষের কাছে সমান মর্যাদাপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের পর্যবেক্ষক, জেলা পুলিশ সুপারদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। তবে রাজ্যে যাঁরা চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন, যেমন গ্রিন পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ারদের যাতে ভোটের কাজে ব্যবহার করা হবে না। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন করার বিষয়টি সাপ্তাহিক বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে জানাতে হবে। একইসঙ্গে নিচু তলার অফিসাররা যাতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এরই পাশাপাশি ভোটারদের কোনও রকম প্রলোভন দেখানো না হয় সেদিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে।

লোকসভা নির্বাচনে ভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আরও বেশি করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে হবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, নিয়োজিত পর্যবেক্ষকদের অবশ্যই বুথ পরিদর্শন করতে হবে। এরই পাশাপাশি পোলিং এজেন্টদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে যাতে কোথাও কোনও ভুল না থাকে। পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে যাতে সহজে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় সে ব্যাপারে বিশদ তথ্যও প্রকাশ করা হবে। পর্যবেক্ষকদের যোগাযোগের নম্বর সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হবে।

সব নাগরিকের কাছে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ পৌঁছন নিশ্চিত করতে হবে। ভোটিং স্লিপ বিতরণ করার সময় যাতে কোনওরকম ত্রুটি না থাকে সে ব্যাপারেও নিশ্চিত করতে হবে। ছাপ্পা ভোট রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ছাপ্পা ভোট নিয়ে কোনওরকম অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। স্ট্রং রুমের ইভিএম মেশিনের সুরক্ষার জন্য ত্রি-স্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার পাশাপাশি চলবে সিসিটিভির নজরদারিও। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও পক্ষের অভিযোগ সমান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

এছাড়াও আর্থিক দুর্নীতি আটকাতে এদিন নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানান, 'ব্যাংকের আধিকারিকদেরও বলে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের টাকার ভ্যান যেন বিকাল পাঁচটার পর রাস্তায় না বেরোয়। রাজ্যে যতগুলো হেলিপ্যাড, বিমানবন্দর রয়েছে, সেখানে কড়া নজরদারি থাকবে।

শেষাংশ দুয়ের পাতায়

ভোটে আর্থিক দুর্নীতি রুখবে পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপের পাশাপাশি এবার আর্থিক দুর্নীতি আটকাতেও কোমর বেঁধে নামছে নির্বাচন কমিশন। অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপ আটকাতে লোকসভা নির্বাচনে এবার ব্যবহার করা হবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে। মঙ্গলবার একথা জানিয়ে দিলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সাংবাদিক বৈঠকে এদিন নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'এক্ষেত্রে সব কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে একটি পোর্টাল। আর্থিক দুর্নীতি আটকাতে সাহায্য নেওয়া হবে এই পোর্টালের।'

৭ মার্চ বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন। সম্ভবত, ৭ তারিখ তিনি যোগদান করছেন বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে এও জানান, বিজেপি একমাত্র সর্বভারতীয় দল যা তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছে বলে দাবি করেন তিনি। এদিকে হাইকোর্টে নিজের পদ থেকে মঙ্গলবার ইস্তফা দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছেও নিজের পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন। রবিবার নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই বঙ্গ রাজনীতিতে জল্পনা শুরু হয়, রাজনীতির ময়দানে এবার দেখা যাবে কি না অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। এর উত্তর মিলল তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই। উত্তরে স্বয়ং অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'বিজেপি একমাত্র দল যারা তৃণমূলের মতো দুষ্কৃতী দলের সঙ্গে লড়ছে। এখানে আর কোনও সর্বভারতীয় পার্টি নেই তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করার মতো।' পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এও জানান, 'আমি টিকিট পাব কী না পাব জানি না। লড়ি বা না লড়ি আপাতত বিজেপিতে যোগদান করলাম।' এরই রেশ ধরে প্রাক্তন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এও জানান, 'তৃণমূলই রাজনীতিতে নামার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁদের মুখপাত্ররা বহু সময়ে অপমানজনক কথা বলেছেন। তাঁরা জানেন না বিচারপতিকে আক্রমণ করা যায় না। শুধু তাই নয়, জজকে উদ্দেশ্যে করে গালিগালাজ করেছেন। আসলে ওদের অনেক দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল।'

এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'বড় বড় অনেক দুষ্কৃতী মন্ত্রী-আমলার ছদ্মবেশে লুকিয়েছিলেন। তাঁরা আপাতত জেলে আছেন, গড়াগড়ি খাচ্ছেন আমি জানি না।' এরই পাশাপাশি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এও মনে করিয়ে দেন, ভদ্র লোকেদের রাজনীতিতে প্রয়োজন। না হলে দুবৃত্তরা রাজনীতি দখল করে নিয়েছে। বাঙালিদের রাজনীতিতে আসার ইচ্ছা রয়েছে। তবে এদের জন্য আসে না। এদিকে প্রাক্তন বিচারপতি যে রাজনৈতিক ময়দানে পা রাখতে চলেছেন, তা নিয়ে আগেই আভাস মিলেছিল। কিন্তু কেন বিজেপিতেই যোগ এই প্রসঙ্গে জল্পনা শুরু হয় তাঁর এই যোগদানের কথা সাংবাদিকে বৈঠকে জানানোর পর থেকেই। জল্পনা চলতে থাকে, বিজেপি-ই তাঁকে ডেকে নিয়েছেন নাকি তিনি স্বেচ্ছায় গিয়েছেন তা নিয়েও। এই সব জল্পনারও উত্তর এদিন সাংবাদিক বৈঠকে দিতে দেখা যায় প্রাক্তন বিচারপতিকে। এই প্রসঙ্গে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'আমার বিজেপিতে যাওয়া দুতরফেরই সিদ্ধান্ত। বিজেপির তরফ থেকে প্রস্তাব এসেছিল। আমিও এই বিষয়টা নিয়ে আগেই ভাবনাচিন্তা করেছিলাম। আমি সাত দিন ধরে ছুটিতে ছিলাম। আমি শেষ ওই সাত দিনেই চিন্তাভাবনা করেছি।'

শেষাংশ দুয়ের পাতায়

অভিষেককে চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর নানা মন্তব্যের লক্ষ্যে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি পদ ছাড়ার পরেও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের লক্ষ্য সেই অভিষেকই। মঙ্গলবার বিজেপিতে যাওয়ার কথা ঘোষণা করার পর অভিজিৎ বললেন, 'যদি লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবারের প্রার্থী হই, তবে ওঁর দুর্বৃত্ত দলের মোকাবিলা করে ওঁকে লাখ লাখ ভোটে হারাব।' যার পাল্টা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে যে যেখানে খুশি দাঁড়াতে পারেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। আমার কিছু বলার নেই।' তবে একই সঙ্গে অভিষেক বলেছেন, 'উনি আমার নাম না করে অনেক কিছু বলেছেন। বিজেপির নেতারাও আমার নাম নেন না। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই বিজেপির নেতাদের সঙ্গে ওঁর মিল পাচ্ছি।' গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন, 'আমি কারও নাম নেব না। তবে কোনও তালপাতার সেপাইকে আমি পরোয়া করি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি এক জন প্রকৃত রাজনীতিবিদ বলে মনে করি। তবে কোনও তালপাতার সেপাইকে দুষ্কৃতীর বেশি কিছু ভাবছি না।'

সম্পাদকীয়

দূষণরোধে যখন অন্যান্য দেশ ট্রামকে স্বাগত জানাচ্ছে, তখন আমরা বিদায় ঘণ্টা বাজাচ্ছি

১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতায় প্রথম ট্রাম চলেছিল। সে ট্রাম অবশ্য ছিল ঘোড়ায় টানা। এই হিসাবে এই বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ট্রাম দেড়শো বছরের গৌরবান্বিত ইতিহাস ছুঁয়ে ফেলল। এই সার্ধশতবর্ষে এসে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে এই শহরের রাস্তায় মাত্র দু'-তিনটে রুটে ট্রাম চলছে। 'হেরিটেজ রুট' অভিধায় ভূষিত এসপ্ল্যানেড-খিদিরপুর রুটে ২০২০ সালের ২০ মে আমপানের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ট্রাম চলাচল বন্ধ আছে। এই রুটে আবার ট্রাম কবে চলবে? বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে কলকাতার রাস্তায় মেরেকেটে মাত্র চারটি রুটে ট্রাম চলতে পারে। আর বাকি ট্রামলাইন পিচ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। কলকাতার রাস্তায় যানজটের জন্য নাকি একমাত্র ট্রামই দায়ী। এখন তো হাতেগোনা রুট ছাড়া কলকাতায় কোথাও ট্রাম চলছে না। এখনও তা হলে এই শহরের রাস্তায় কেন যানজট হচ্ছে? কলকাতা তো এত দিনে যানজটমুক্ত শহরে পরিণত হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, ট্রাম না চললেও কলকাতার রাস্তায় যানজট হবেই। কলকাতা শহরে বায়ুদূষণ আজ এক ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে এমন গণপরিবহণের দরকার, যার থেকে কোনও ভাবেই বায়ুদূষণ হওয়া অসম্ভব। এই দিক থেকে ট্রাম এক এবং অদ্বিতীয়। ট্রাম একটি পরিবেশবান্ধব যান। ট্রাম কখনও বায়ুদূষণ করে না। এই শহরের রাস্তায় যত বেশি রুটে ট্রাম চলবে, ততই বায়ুদূষণ কম হবে। শহরবাসী দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। এই দিকটা বিবেচনা না করেই শহরের রাস্তা থেকে ট্রাম প্রায় তুলেই দেওয়া হল। এই পরিস্থিতিতে ট্রামের দেড়শো বছরও পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল। কলকাতা আর ট্রামের শহর নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে যখন দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ট্রামকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বা হচ্ছে, তখন আমরা ট্রামের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছি।

ইউরোপ, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

অর্ক গোস্বামী

তরুনী অতি মৃদুস্বরে নবকুমার কে বলিলেন , 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয় বীণা বাজিয়া উঠিল।
— কপালকুণ্ডলা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আজ তাবৎ বিশ্ব একই প্রশ্ন ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন তথা গোটা ইউরোপ কে করছে। একদিকে রাশিয়ার ভয়াল অবতার এবং একইসময়ে ইউরোপীয় মহাদেশের সাথে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গান্ধর্ব মতে বিবাহবিচ্ছেদের যাতাকলে যে প্লট তৈরি হয়েছে তাতে করে ইউরোপকে এবার 'আত্মনির্ভর' হয়ে ওঠায় মন দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে দেশনায়ক দের বিশেষ করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কদের মূল লক্ষ্য ছিলো ভবিষ্যতে যাতে আর বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি না হতে হয়। সেই উদ্দেশ্যে 'মারতে পারি কিন্তু মারবোনা' নীতিকে মতাদর্শ বানিয়ে মুলত সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামরিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে 'নর্থ আটলান্টিক ট্রিট্রি অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে 'ন্যাটো' তৈরি করা হয়। সেই সোভিয়েত আর নেই, আপাতত 'সমাজতন্ত্রের ভূত'ও ইউরোপকে তাড়া করছেনা। কিন্তু তিন বছরে পা দিতে চলা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বুঝিয়ে দিয়েছে 'ন্যাটো' নামক মাকড়সার জাল ছিড়ে বেড়িয়ে আসতেনা পারলে 'দুয়ারে রাশিয়া' প্রকল্পের সফলতা কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

কাদম্বিরী মরিয়া প্রমাণ করিয়াছিলো সে মরে নাই— তেমনি রাশিয়ার অন্যতম বিরোধী মুখ অ্যালেক্সে নাভালনি গত ষোলোই ফেব্রুয়ারি জেল বন্দী অবস্থায় মরিয়া (সম্ভাব্য গুপ্তহত্যা) প্রমাণ করিলেন যে কেজিবির প্রাক্তণী তথা বর্তমান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করিতে দানবীয় রুপ ধারন করতে দুইবার ভাবিবেন না। মাননীয় রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি মহোদয় গত দুই বছরে জিডিপির প্রায় আট শতাংশ সামরিক খাতে ব্যয় করেছেন যার মূল লক্ষ্য হলো ইউক্রেনকে মেরে ইউরোপকে তার। 'আউকাত' বোঝানো। এই বিষয়ে ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যথার্থ ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। তিনি বলেছেন রাশিয়ার লক্ষ্য আগামী দিনে পূর্বতন সোভিয়েতের মতো বাল্টিক সাগর তীরবর্তী দেশগুলিকে পুনরায় রাশিয়ার স্যাটেলাইটে পরিণত করা। যা একাধারে ইউরোপের মাটিতে ন্যাটোর প্রভাব ক্ষুন্ন করবে এবং জন্ম দেবে নব্য — রাশিয়ান অস্তিত্বের। ইউরোপের এই দুর্দিনে আমেরিকা এবং তার সহযোগী দেশগুলির নীতি গত অবস্থান এখনো ধোঁয়াশায় ঢাকা যার অন্যতম কারন খোদ আমেরিকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য চালিয়ে যাওয়া নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। রিপাবলিক দল এবং সামরিক শক্তির গুরুত্বপুর্ণ কিছু লবি চাইছেনা যে ইউরোপের সামরিক বিষয়ে জড়াতে।

ইউরোপের বদলে বর্তমানে আমেরিকার নজর এখন প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যেখানে চিনের সাথে সম্মুখ সমরের সম্ভাবনা বেশি। বানিজ্যিক লাভের সম্ভাবনাও বেশি। এমতাবস্থায় জো বাইডেন যদি আরো একবার ভোটে জিতে আমেরিকা রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন তবুও সম্ভবত তিনিই হবেন মতাদর্শ গত ভাবে শেষ আটলান্টিক পন্থী মার্কিন রাষ্ট্রপতি। এতসব জটিল ভূরাজনৈতিক নির্ভরশীলতার সরাসরি বিরুপ প্রভাব পড়বে ইউরোপীয় মহাদেশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে আজ অবধি ন্যাটোর ওপর ইউরোপের সামরিক নির্ভরশীলতার হেতু মহাদেশের বহু দেশে উপযুক্ত বিশ্বমানের সামরিক পরিকাঠামোই গড়ে উঠেনি। যেমন পোল্যান্ডের অত্যন্ত শক্তিশালী 'হিমার' মিসাইল যখন দুরবর্তী টার্গেট আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় তখন সেটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমেরিকার মিসাইল গাইড সিস্টেমের স্মরনাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি থাকেনা। ব্রিটেনের অবস্থাও তথৈবচ।। ২০১৫-২৩ সময়কালে পাঁচটি কমব্যাট ব্যটেলিয়ান হারিয়েছে প্রাক্তন এই ঔপনিবেশিক শক্তিটি।

এই জাতীয় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে ইউরোপের সুরক্ষা বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। সবার প্রথমে ইউরোপের সামরিক শিল্পে ব্যপক অর্থে বিনিয়োগ প্রয়োজন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হতে পারলে বিপদের সময় বাইরের সাহায্যের অপেক্ষা করা মুর্খামির পরিচয়, অনেকটা লোকের পয়সায় দুর্গাপুজো করার মতো। তবে বললেই তো আর রাতারাতি শিল্প স্থাপন সম্ভব নয়। সামরিক প্রস্তুতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো গবেষণা, যার জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থের। এই বিপুলে পরিমান অর্থের যোগান পেতে জনগনের ওপর বসাতে হবে ট্যাক্স এবং প্রয়োজনে আংশিক সরকারী ব্যয় সংকোচের পথেও হাটতে হতে পারে যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। উপমহাদেশের সামগ্রিক সামরিক এবং শক্তি নিরাপত্তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা জনগনকে বোঝানো কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বর্তমানে ন্যাটোর সামরিক বাজেটের পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে কম বেশি নব্বই দশকের স্তরেই আটকে আছে।

রাশিয়ার মোকাবিলা করতে গেলে প্রতিটি দেশকে কম করে জিডিপির দুই শতাংশ সামরিক খাতে ব্যয় করতে হবে। জার্মানী, ইউরোপের সবচেয়ে বেশি সামরিক খাতে ব্যয়কারী দেশ অতি সত্বর পার্লামেন্টে একটি প্রস্তার আনছে। এই প্রস্তাবে সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে ঋণের যে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা আছে সেটিকে বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি একটি মহাদেশীয় কমিশন বানিয়ে অস্ত্র ক্রয়বিক্রয়ের বিষয়টি দেখভাল করা উচিত যাতে প্রয়োজনের সময়ে একলপ্তে সেনাবাহিনীর কাছে অস্ত্র পৌছানো যায়। এর ফলে একাধিক লবির চাপে পড়ে সেনাবাহিনী কে অস্ত্রের জন্য কেবলমাত্র আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল হতে হবেনা। ভবিষ্যতে পুর্ব ইউরোপে রাশিয়ার আগ্রাসন রুখতে পরমানু শক্তিধর দেশ হিসেবে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হবে, বেড়িয়ে আসতে হবে আমেরিকার ছায়া থেকে। এখন দেখার ব্রিটেন এবং ফ্রান্স উপরোক্ত বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষায় পাশ করতে পারে কিনা।

কাদম্বিরী মরিয়া প্রমাণ করিয়াছিলো সে মরে নাই— তেমনি রাশিয়ার অন্যতম বিরোধী মুখ অ্যালেক্সে নাভালনি গত ষোলোই ফেব্রুয়ারি জেল বন্দী অবস্থায় মরিয়া (সম্ভাব্য গুপ্তহত্যা) প্রমাণ করিলেন যে কেজিবির প্রাক্তণী তথা বর্তমান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করিতে দানবীয় রুপ ধারন করতে দুইবার ভাবিবেন না। মাননীয় রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি মহোদয় গত দুই বছরে জিডিপির প্রায় আট শতাংশ সামরিক খাতে ব্যয় করেছেন যার মূল লক্ষ্য হলো ইউক্রেনকে মেরে ইউরোপকে তার। 'আউকাত' বোঝানো। এই বিষয়ে ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যথার্থ ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। তিনি বলেছেন রাশিয়ার লক্ষ্য আগামী দিনে পূর্বতন সোভিয়েতের মতো বাল্টিক সাগর তীরবর্তী দেশগুলিকে পুনরায় রাশিয়ার স্যাটেলাইটে পরিণত করা। যা একাধারে ইউরোপের মাটিতে ন্যাটোর প্রভাব ক্ষুন্ন করবে এবং জন্ম দেবে নব্য — রাশিয়ান অস্তিত্বের। ইউরোপের এই দুর্দিনে আমেরিকা এবং তার সহযোগী দেশগুলির নীতি গত অবস্থান এখনো ধোঁয়াশায় ঢাকা যার অন্যতম কারন খোদ আমেরিকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য চালিয়ে যাওয়া নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। রিপাবলিক দল এবং সামরিক শক্তির গুরুত্বপুর্ণ কিছু লবি চাইছেনা যে ইউরোপের সামরিক বিষয়ে জড়াতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কমবেশি 'দুধে ভাতে' থাকা ইউরোপীয় দেশগুলিতে তত্ত্বের রাজনীতি যতটা গুরুত্ব পেয়েছে তার চেয়ে ঢের কম গুরুত্ব পেয়েছে 'গ্রাউন্ড রিয়েলিটিক্স নির্ভর রাজনীতি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যেই আছে মুক্তির পথ' এই মানসিকতা থেকে বেড়িয়ে এসে জোট বাধতে হবে বন্ধু সংস্থা গুলির সাথে যারা আরো বেশি উপযুক্ত। ব্রিটেন ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ সামরিক শক্তি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেড়িয়ে গেলেও পুরোনো বৈরিতা ভুলে ব্রিটেন কে সাথে নিতে হবে। নরওয়েকেও পাশে নিতে হবে কারন রাশিয়ার সাথে তার সীমানা আছে এবং আইসল্যান্ডের মতো দেশ যে নর্থ আটলান্টিকের সমুদ্রপথ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, তারও সমর্থন চাই। রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা এবং ভৌগলিক অবস্থানের মিশেল এইসময় ইউরোপকে বাঁচাতে পারে। মনে রাখতে হবে রাশিয়ার জনসংখ্যা এবং অর্থনীতি বাকি ইউরোপের তুলনায় বর্তমানে দুর্বল হলেও পরমাণু শক্তিধর পুতিন বুড়ো হাড়ে এখনো ক্ষয়ক্ষতি সাধনে সিদ্ধহস্ত। তাই ইউক্রেনই হোক রাশিয়ার আগ্রাসন থামানোর প্রথম এবং শেষ সামরিক সীমানা।

পাখিশিকারিদের দুষ্কৃতিমূলক কার্যকলাপ

শুভজিৎ বসাক

এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস করার অধিকার যতটা ঠিক সমপরিমাণ অধিকার রয়েছে এখানে সৃষ্টিশীল বাকি প্রাণীদেরও। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে পশুপ্রেমের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় কিন্তু বাস্তবে উঠে এসেছে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির ছবি মালদায় রাজমহল থেকে ফরাক্কা ব্যারেজ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উঠে এসেছে। জীববৈচিত্র্য নিঃশব্দে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

মালদার পঞ্চানন্দপুর, বাঙ্গিটোলা, নারায়ণপুর, হামিদপুর, রাজনগর সংলগ্ন এলাকায় গঙ্গার বুকে জেগে ওঠা অগুনতি চর দেশের অন্যতম বৃহৎ পক্ষীনিবাস হতে পারত। পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হওয়ার আদর্শ ভিটে হওয়া সত্ত্বেও জায়গাটি জুড়ে কিছু অসাধু চক্র ত্রাসের সঞ্চার ঘটিয়েছে। সেখানে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে পাখি বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। আর পাখির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষ অস্তিত্বের সংকটে ফেলেছে মাছ এবং এই অঞ্চলে গঙ্গার অত্যন্ত স্পর্শকাতর সম্পদ ডলফিনকেও। অতি সম্প্রতি এই অঞ্চলে একটি মৃত ডলফিন উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় মানুষেরা বন দপ্তরের আধিকারিকদের ডেকে কিছু মরা পাখিও নমুনা হিসেবে তুলে দেয়। এরই প্রেক্ষিতে পদস্থ রেঞ্জারের নেতৃত্বে বন দপ্তর চরে হানা দিয়ে তিনজন পাখি শিকারিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে।

ঝাড়খণ্ডের রাজমহলের কাছে গঙ্গা মধ্যগতি থেকে নিম্নগতিতে যাত্রা শুরুর মুখেই মালদায় প্রবেশ করেছে। এখান থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত গঙ্গার বুকে অসংখ্য চর রয়েছে। প্রতিবছরই নতুন নতুন চর গজিয়ে উঠছে। গঙ্গার ভাটিতে এই এলাকায় মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একদিকে ঝোপঝাড়ে ঢাকা নিরিবিলি চর, তার উপরে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় তাই খাদ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা পেয়ে অক্টোবর থেকেই চখাচখি, রাঙ্গামুড়ি, উল্টোইটি, চা-পাখি, পাতারি হাঁস) সমেত হাঁস জাতীয় আরও অনেক রকমের পরিযায়ী পাখি এই চরগুলোতে এসে ৪-৫ মাসের জন্য নিশ্চিন্তে সংসার পাতে। এই রাজনগর এবং সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের উধুয়া, পরানপুর এলাকার কিছু লোক গঙ্গার বুকে প্রকৃতি ধ্বংসের পাণ্ডা বলে মনে করছেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয়দের মতে, কোনও পাখি মুড়ি-ভাত খায় তো কোনও পাখি গেড়ি-গুগলি বা ছোট মাছ খেতে পছন্দ করে। পাখিশিকারিরা সেই মতো এইসব খাবারের সঙ্গে কৃষিতে ব্যবহৃত বিষ মিশিয়ে নদীর পাড়ের দিকে কম জলে তা ছড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যায় পাখিরা সেই বিষ মেশানো খাবার খেয়ে চরের উপর ঝিমোতে শুরু করে। পরদিন সেগুলোকে মৃত বা অর্ধমৃতঅবস্থায় ধরা হয়। এছাড়াও মাছ ধরার ফাঁস জাল দিয়ে পাখি ধরা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বড় একটা ফাঁস জালের দুই মাথা দু'টি নৌকায় টান টান করে ধরে পাখির ঝাঁকের দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে যায় শিকারির দল। কাছাকাছি পৌঁছলে অন্য একটা নৌকো থেকে ঝাঁকের মধ্যে ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া হয়। আর এরপরে পালানোর জন্য উড়তে গিয়েই ঝাঁকের একটা বড় অংশ জালে আটকা পড়ে যায়।দুষ্কৃতীরা পাখি মারতে গিয়ে সেখানকার অনেক জনজাতিরও ক্ষতি করছে। অল্প জলে তারা যে বিষ মেশানো খাবার দিয়ে রাখছে, সেই বিষে প্রচুর মাছও মরছে।

এই সম্পূর্ণ বিষয়টি চূড়ান্ত অপরাধমূলক কার্যকলাপ পর্যায়ের সামিল। তারা খালি বন্যপ্রাণ, জলজ প্রাণীর ক্ষতি করছে তাইই নয়, সেই বিষ মেশানো পাখির মাংস, ডিম, মাছ খেলে সেই বিষাক্ত পদার্থ মানুষের শরীরের ভিতরেও প্রবেশ করে তারও ক্ষতি করবে। ব্যবসায়িক স্বার্থে এমন অপরাধমূলক কার্যকলাপে সজাগ হোক মানুষ। অযথা বন্যপ্রাণ হত্যা করে বিক্রি করা এইসব পাখির মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকুক মানুষ, সজাগ থাকুক বনজ সম্পদ সংরক্ষণকারী আধিকারিকেরা। তাহলেই শৃঙ্খল পর্যায়ে ঘটমান অমানবিক কর্মকাণ্ডের ইতি ঘটবে।।

আনন্দকথা

যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয় — বুঝলে?"
মাস্টার— আজ্ঞে হাঁ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংসারার্ণঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোহস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

ভক্তির উপায়

মাস্টার (বিনীতভাবে) — ঈশ্বরে কি করে মন হয়?
শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ — ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

১৮১২ *বিশিষ্ট লেখক ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তর জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা গৌরব চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৯৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরের জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সৌমিত্র খাঁকে ঝাঁটা দিয়ে বিদায়ের নিদান কোতুলপুর ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট চাইতে এলে সৌমিত্র খাঁকে ঝাঁটা দিয়ে বিদায় করার নিদান কোতুলপুর ব্লক সভাপতির। তিনি মহিলাদের উদ্দেশে এই নিদান দেন। তৃণমূল সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে বলে দাবি বিজেপির।

কোতুলপুর ব্লকের সিহর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনগর্জন সভার প্রস্তুতি বৈঠক চলছিল। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোতুলপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ কুমার নন্দীগ্রামী বিষ্ণুপুরে বিজেপি সাংসদ তথা আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে মহিলাদের ঝাঁটা দিয়ে বিদায় করা নিদান দেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্লক সভাপতি মঞ্চের সামনে উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যিনি প্রার্থী হয়েছেন বিরোধীদের, তিনি যখন ভোট চাইতে আসবেন প্রথমে তাঁকে প্রশ্ন করবেন আপনি তো পাঁচ বছর সাংসদ ছিলেন, পাঁচ বছরে ২৫ কোটি টাকা পেয়েছেন এর মধ্যে ২৫ হাজার টাকাও কাজ করেছেন! কোন মুখে ভোট চাইতে এসেছেন। মায়েদেরকে বলব মুখের ওপর জবাব দেবেন এবং ঝাঁটা দিয়ে ওঁদেরকে বিদায় করবেন, যখন ওঁরা ভোট চাইতে আসবেন। ওঁদের ভোট চাওয়ার কোনও অধিকার নেই।'

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েও ব্লক সভাপতি তাঁর বক্তব্যে অনড়। তিনি বলেন, 'যেটুকু বলেছি কম বলেছি।' ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোতুলপুর বিজেপি মণ্ডল ওয়ান সভাপতি কেশবী নাগা বলেন, 'তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মানুষকে ঝাঁটা মারা নিদান দেবে এটা নতুন কিছু নয়। যে দলটার উনি সভাপতি, ওই দলটার না কোনও নীতি আছে, না নিষ্ঠা আছে, একটাই নীতি দুর্নীতি। সেই দুর্নীতিকে ঢাকতে গেলে এ কথাই বলতে হবে। কীভাবে মানুষকে সন্ত্রাস করানো যাবে, নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে মানুষের কাছে পর্দার আড়াল করার চেষ্টা

বাঁকুড়ার মানুষের কাছে আমি অত্যন্ত ঋণী সুভাষ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'বাঁকুড়ার মানুষের কাছে আমি অত্যন্ত ঋণী, কারণ তাঁরা পাঁচ বছর আমার সঙ্গ দিয়েছেন। আর সেই কারণে এখনকার মানুষের জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে অনেক কিছু আনতে পেরেছি।' লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর বাঁকুড়ায় পৌঁছেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বললেন 'বিদায়ী' সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার।

সোমবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহরের নতুনগঞ্জে দলের জেলা কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় টোটো চালিয়ে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগের ফাঁকে দ্বিতীয়বার মনোনয়ন দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টারি বোর্ড, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ অন্যান্যদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'আগামীকাল শহরের ভৈরবস্থানে পুজো দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্বাচনী প্রচার শুরু করব।'

আরও বলেন, 'রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার জন্য দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী নদীবাঁধ প্রকল্প ও ছাতনা-মুকুটমণিপুর রেলপথের কাজ করা সম্ভব হয়নি। আগামী দিনে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলে এই কাজ হবে।' একই সঙ্গে বাঁকুড়া শহরকে সাজিয়ে তোলা ও স্কুল কলেজের মানোন্নয়নে আগামী দিনে জোর দেবেন বলে তিনি জানান। এদিন বিজেপি প্রার্থী ডা. সুভাষ সরকার বাঁকুড়ায় পৌঁছনোর পর দলের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

জনগর্জন সভার সমর্থনে মিছিল তৃণমূল কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: বাংলাকে তার প্রাপ্য ১০০ দিনের কাজের বকেয়া অর্থ এবং আবাস যোজনার টাকা না দিয়ে রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী ১০ মার্চ কলকাতার ব্রিগেডে জনগর্জন সভার ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সভাকে সফল করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার আউশগ্রাম ২-নম্বর ব্লকের ছোরা হাটতলায় আউশগ্রাম ২-নম্বর ব্লকের ৭টি অঞ্চলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল ও সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন সভা থেকে বিজেপি নেতাদের আক্রমণ শানাতে দেখা যায় তৃণমূল নেতাদের। যুব নেতা আফজল রহমান (সঞ্জু) বলেন, '১০ মার্চ আমরা এই এলাকা থেকে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক নিয়ে যাব। বিজেপি চক্রান্ত করে ট্রেন বন্ধ করেছে। এই ভাবে ট্রেন বন্ধ করে আমাদের আটকানো যাবে না। আগামী লোকসভা নির্বাচনে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক থেকে ২০ হাজার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয়লাভ করবেন। মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে ভোট দেবে।'

এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লকের যুব নেতা আফজল রহমান, রামনগর অঞ্চল সভাপতি আজগর শেখ, ভেদিয়া অঞ্চল সভাপতি নাসিরুল শেখ, অমরপুর অঞ্চল সভাপতি গোলাম মোল্লা সহ কর্মী সমর্থকরা। এদিনের সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সাইবার সিকিউরিটি বুট ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: কর্পোরেট হ্যাকিং ও প্রতারণা রুখতে এবং সেই কর্পোরেটদের এই সব হ্যাকারদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত করতে এগিয়ে এল দুর্গাপুরের এক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্গাপুর সোসাইটি অফ ম্যানেজমেন্ট সাইন্স। সংস্থার তরফ থেকে অনন্যা মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শিল্পাঞ্চল কয়লাঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাবসায়িক সংস্থা, স্কুল, ব্যাংকের আধিকারিকরা আয়োজিত কর্মশালায় অংশ নেন।

ডিএসএমএস গ্রুপ অফ ইন্সটিটিউট ও ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্যাকিংয়ের যৌথ পরিচালনায় এবং ন্যাসকমের সহযোগিতায় দুর্গাপুরে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হল সাইবার সিকিউরিটি বুট ক্যাম্প। বিভিন্ন সংস্থাকে সাইবার ফ্রডের হাত থেকে বাঁচাতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দুর্গাপুরে। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শহরের মহকুমাশাসক ড. সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, ন্যাসকমের রিজিওন্যাল প্রধান নিরুপম চৌধুরী, আইএসওইএইচের প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ সেনগুপ্ত, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের জোন্যাল হেড সুমন্ত কুমার। আগামী দিনে বিভিন্ন শহরে সাধারণ মানুষকে সাইবার হাইজিন করতে এই উদ্যোগ। ডিএসএমএসের চেয়ারম্যান অনুপম মুখোপাধ্যায় জানান, আগামী দিনে তাঁরা বিভিন্ন সংস্থাকে সাইবার হাইজিন রাখতে এই পরিষেবা দেবেন।

সিঙ্গুরে কঠিন বর্জ্য প্ল্যান্টের উদ্বোধন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: মঙ্গলবার সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত বাড়ুইপাড়া পলতাগড় অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শুভ উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, ডিএম মুক্তা আর্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন সিঙ্গুরের আরও এক গ্রামে ছিনা মোড় এলাকায় গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মতো কঠিন বর্জ্য প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও সিঙ্গুর ব্লকে নসিবপুর বিশালাক্ষী তলায় কঠিন বর্জ্য প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক মুক্তা আর্য, জেলা সভাধিপতি ও হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না সহ বিশিষ্টরা। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কঠিন বর্জ্য প্ল্যান্টের। শুধু তাই নয়, বর্তমানে আমার আপনার পাশের বাড়ির শত্রুর থেকেও ভয়ংকর শত্রু হল প্লাস্টিক এই প্লাস্টিক ধীরে ধীরে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায়। অবিলম্বে প্লাস্টিক আমাদের বন্ধ করতে হবে সেই জন্য আমরা প্রত্যেক বাড়িতে দুটো বালতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, একটা নীল একটা সবুজ। নীল বালতিতে অপচনশীল বস্তু প্লাস্টিক সহ নানা বস্তু ও সবুজ বালতিতে যেমন মাছের কাঁটা, তরকারির খোসা, ডিমের খোসা সহ পচনশীল বস্তু দিতে হবে।'

এই অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জঞ্জাল ফেলার গাড়ি বেশ কয়েকটি উদ্বোধন করা হয় সবুজ পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করা হয়। বেশ কিছু গ্রামবাসীর দাবি, 'সত্যিই খুব আমাদের পক্ষে ভালো হল। মন্ত্রী বেচারাম মান্না খুব উপকার করলেন তিনি আমাদের কথা ভাবেন।'

বীরভূমের বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জমি হারাদের পরিবার পিছু একজনের চাকরির দাবিতে মঙ্গলবার বীরভূমের সিউড়িতে জেলাশাসকের দপ্তরে অবস্থান বিক্ষোভ জমিদাতাদের।

বিজেপি সরকারের সমালোচনা রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মঙ্গলবার দুপুরে মালদার বামনগোলায় ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ মার্চ কলকাতার ব্রিগেডে জনগর্জন সমাবেশের ডাক দিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর তাকে ঘিরেই মালদা জেলাতেও শুরু হয়েছে তার প্রস্তুতি সভা। এদিন পাকুয়াহাটে ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের মোদি সরকার যে ভাবে চলছে তাতে ওরা চাইছে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে উন্নয়ন করেছেন, তাতে আর এরাজ্যে বিজেপি নাক গলাতে পারছে না। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে গোটা দেশের মধ্যে সেরা পশ্চিমবঙ্গ। তবুও সেই প্রকল্পের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের থেকেই গরিব মানুষদের পরিশ্রমের এই টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তাঁরা যা হলেও ঠিকমতো টাকা দিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। এই ধরনের বিচারিতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন আরও বলেন, 'একটা সময় সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল। কিন্তু জিএসটি করার পর এখন সমস্ত টাকায় কেন্দ্র সরকারের কাছে চলে যাচ্ছে। এরাজ্য থেকে বিগত দিনের জিএসটির প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা পেয়েছে কেন্দ্র সরকার। অথচ রাজ্যের বকেয়া ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। এরকমই নানান বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়েই ১০ মার্চ জনগর্জন সভার ডাক দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী। ব্রিগেডের সেই সভাতেই সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার প্রতিবাদ জানাবে। তারই প্রস্তুতি সভা মালদা সহ উত্তরবঙ্গ জুড়ে চলছে।' এদিন বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট স্ট্যান্ডে ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যসভার সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, তৃণমূলের বামনগোলা ব্লক সভাপতি অশোক সরকার, মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য সাগরিকা সরকার সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। এদিন বামনগোলা ব্লকের পাশাপাশি বিকেলে পুরাতন মালদা ব্লকেও ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স প্যারাগন পূর্ব লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস **: ৯৭সি, হরিশ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২৬ সম্পর্কিত**

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **২ মার্চ ২০২৪ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

আবেদনকারীর পক্ষে
সুরেন্দ্র বরদিয়া
ডিন - ০৭৪২৪১৮৬
৯৭সি, হরিশ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২৬

ক্যাপটিভেট কনসালট্যান্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি অফিস : ৯/১২, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
CIN : U67120WB1995PTC071943
পাবলিক নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ (৫)(এ) সম্পর্কিত

এবং

ক্যাপটিভেট কনসালট্যান্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৯/১২, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায় কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ৯/১২, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত পাঠাতে হবে :

বোর্ডের আদেশক্রমে
ক্যাপটিভেট কনসালট্যান্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
হরপীত সচদেবা
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪
ডিন-০০০৪০৫২৮

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id murshidabadmunicipality@gmail.com Office Phone & Fax No- 03482-270232

Public notice

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, মুর্শিদাবাদ পৌরসভাকে উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ ও মুত্রত্যাগ মুক্ত (ODF প্লাস) হিসাবে ঘোষনা করা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ পৌরসভাকে উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ ও মুত্রত্যাগ মুক্ত (ODF প্লাস) ঘোষনা করিয়া গত ইং-০৭/১২/২০২৩ তারিখে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর জনসাধারন থেকে কোন আপত্তি পাওয়া যায়নি। তাই মুর্শিদাবাদ পৌরসভার সাধারন সভায় মুর্শিদাবাদ পৌরসভা এলাকায় উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ ও মুত্রত্যাগ না করার ঘোষনা করা হইয়াছে। পৌরসভার এমস্ত এলাকার কমিউনিটি টয়লেট, পাবলিক টয়লেট, এবং স্ট্যান্ড -অলোন ইউরিনালগুলি কার্যকরী এবং ভালভাবে রক্ষনাবেক্ষন করা হইতেছে। পৌরসভার সমস্ত এলাকার কমিউনিটি টয়লেট, পাবলিক টয়লেট, এবং স্ট্যান্ড -অলোন ইউরিনালগুলি ব্যাতি রেখে উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ ও মুত্রত্যাগ করিলে মলত্যাগের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা এবং মুত্রত্যাগ-এর জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা করা হইবে।

Sd/- Chairman
Murshidabad Municipality Lalbagh, Murshidabad.

KAZI NAZRUL ISLAM B.ED COLLEGE
Vill-Armia, P.O-Noapara, P.S-Dhubulia, Dist- Nadia, Pin-741140, W.B.
Recognized by N.C.T.E & Affiliated to BSAEU & WBBPE,
Email-knibedc@gmail.com

Invites applications for appointments in the posts of Asstt. Prof. **PHYSICAL SCIENCE-1, BENGALI-1, SANSKRIT-1, MUSIC-1, MATHEMATICS-1** for B.Ed department. **Qualification-** As per NCTE norms 2014. Apply within **07 days by post** or Email.

Cont- Secretary -8900303133

কলকাতাস্থ সিটি সিভিল কোর্টে মহামান্য ১০ম বেঞ্চ সমীপে স্বত্ব মামলা নং ২৮৬৮-২০১০ সালের

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১৯৫৫ সালের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইন অধীনে গঠিত একটি কর্পোরেট সংস্থা, স্থানীয় প্রধান অফিস "সমৃদ্ধি ভবন", ১- স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা -৭০০০০১ এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বড়বাজার শাখায় - ২এ-গিরিশ এভিনিউ, থানা : শ্যামপুকুর, কলকাতা : ৭০০০০৩ ব্যবসায়িক কাজকর্ম পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় স্ট্রেসড অ্যাসেটস রেজলিউশন সেন্টার, ৯বি- এসপ্ল্যানেট রো, (পূর্ব), থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৬৯ অফিস কর্তৃক।

----আবেদনকারী

বনাম

১. শ্রী সুশান্ত সাহা, মেসার্স সুশান্ত সাহা, সর্বস্বত্বাধিকারী হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেন ১-এ, আর জি কর রোড, কলকাতা র ৭০০০০৪ বসবাসের ঠিকানা : বামনগাছি, বামনগাছি স্টেশন রোড, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৭০৬।

২. শ্রীমতি মালা রানি সাহা, সাকিন : বামনগাছি, বামনগাছি স্টেশন রোড, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৭০৬।

--বিবাদিগণ

প্রতি
১. শ্রী সুশান্ত সাহা
২. শ্রীমতি মালা রানি সাহা

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, আপনাদের বিরুদ্ধে **৬,৬৬,৫২১.০০ টাকার** দাবিতে ডিক্রির জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আপনাদের এতদ্বারা সমন দ্বারা অবগত করা হচ্ছে **১২ এপ্রিল ২০২৪** তারিখে স্বয়ং বা যথাযথভাবে নির্দেশিত মতে নিযুক্ত আইনজীবী মারফত আদালত সমীপে হাজির হয়ে সংশ্লিষ্ট দাবির বিষয়ে যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট তারিখে লিখিত বিবৃতি পেশ করতে এবং আপনাদের অধিকারে থাকা যাবতীয় নথি অথবা আপনারা যে অধিকার বলে আপনাদের স্বপক্ষ সমর্থন বা দাবির বিরুদ্ধে বা দাবির বিরোধিতা করতে বা অন্যান্য যাবতীয় নতি আপনাদের অধিকারে রয়েছে যার বলে আপনারা দাবির বিরুদ্ধে বিবৃতি দাখিল করবেন এবং সংশ্লিষ্ট যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন তার একটি তালিকা লিখিত বিবৃতির সঙ্গে সংযুক্ত নথি হিসেবে পেশ করতে।

আরও অবগত হোন যে, সংশ্লিষ্ট তারিখে উক্ত আদালত সমীপে হাজির হতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানি হবে একতরফাভাবে এবং আপনাদের অনুপস্থিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

তারিখ : ০১.০৩.২০২৪

আদেশক্রমে
স্বা/-
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

Punjab & Sind Bank

ঝাপেটাপুর ব্রাঞ্চ, খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটি, খড়গপুর
পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭২১৩০১, ই-মেল : k1172@psb.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৮.১১.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা : নিশীথ সিংহ,** পিতা শ্রী দেবনাথ সিংহ, ঠিকানা - অন্দরকুলি তালবাগিচা, খড়গপুর, মেদিনীপুর (প), পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০১ কে বকেয়া পরিমাণ **৪,৭৭,৪৬২.৫৯ টাকা (চার লাখ সাতাত্তর হাজার চারশ বাষট্টি টাকা এবং উনষাট পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং ৮.৯ শতাংশ হারে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত অধ্যাদেশ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **৪,৭৭,৪৬২.৫৯ টাকা (চার লাখ সাতাত্তর হাজার চারশ বাষট্টি টাকা এবং উনষাট পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি জমি এবং ভবন জমির পরিমাণ ৫.৫ ডেসিমেল বাস্তু **শ্রী নিশিথ সিংহ** এর নামে অন্দরখালি তালবাগিচা, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, আরএস দাগ নং ৪৩১পি, এলওপি ১২৫, জেএল নং ১৪৬, ৫.৫ ডেসিমেল, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : নির্মল তালুকদারের ভবন, দক্ষিণে : ৪০ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : তপন চক্রবর্তীর ভবন, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪
স্থান : খড়গপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

Punjab & Sind Bank

বর্ধমান শাখা
পুলিশ লাইন বাজার, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ , ৭১৩১০৩ (পঃবঃ)
ই-মেইল: b1041@psb.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি নিম্নে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগনকে কে আহ্বান জানিয়ে নিম্নে প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন এখানে নিম্নে প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পদের দায়মুক্ত হতে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) বর্ধমান শাখা খ) ঋণগ্রহীতা: শ্রী কৌশিক ঘোষ, (স্বত্বাধিকারী- মেসার্স মাসাগ্রাম কেবল নেটওয়ার্ক), পিতা- রামপতি ঘোষ জামিনদার: শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষ, স্বামী- কৌশিক ঘোষ	জমি (১০ ডেসিমেল) এবং দোতলা আবাসিক বিল্ডিং (বিল্ট আপ এলাকা ৮৯০ বর্গফুট প্রায়) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- গ্রাম ও মৌজা মাসাগ্রাম, প্লট নং ২৪৬১, খতিয়ান নং ১৬২৮, জেএল নং- ১৩, গ্রামও মৌজা - মাসাগ্রাম, থানা- জামালপুর, জেলা- বর্ধমান। বন্ধকীকৃত সম্পত্তির স্বত্ব দলিলের বিশদ- সাল- ২০০৬ এর বিক্রয় দলিল ১৪১৯, বই নং ১, ভলিউম নং ৬১, পৃষ্ঠা নং ১৫৭ থেকে ১৬৫, এডিএসআর-জামলাপুরে নথিভুক্ত **কৌশিক ঘোষের নামে। পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- মালিকের সম্পত্তি (প্লট নং ২৪৫৯, ২৪৬০), দক্ষিণে- এস. মিশ্রার সম্পত্তি (প্লট নং ২৪৬৫), পূর্বে- কে. ব্যানার্জির সম্পত্তি (প্লট নং. ২৪৬২ এবং ২৪৬৪), পশ্চিমে- পঞ্চায়েত রোড দ্বারা।	ক) ১২.০৯.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ১৫,৫৮,৪২৫.৬০ টাকা (পনের লক্ষ আটান্ন হাজার চারশো পঁচিশ টাকা ষাট পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ।
২.	ক) বর্ধমান শাখা খ) ঋণগ্রহীতা- শ্রী পার্থ ঘোষ, পিতা- স্বপন ঘোষ জামিনদারগণ: ১. শ্রী দিব্যেন্দু ঘোষ, পিতা- বিশ্বনাথ ঘোষ ২. পূজা ঘোষ, স্বামী- পার্থ ঘোষ ৩. পুষ্পরাণী ঘোষ, স্বামী- স্বপন ঘোষ ৪. শ্রী স্বপন ঘোষ, পিতা- সিদ্ধেশ্বর ঘোষ	জমি (দাগ নং আরএস+এলআর-৯২৩) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা- আদমপুর, জেএল নং. ১১২, খতিয়ান নং. এলআর-৩১৮৭, থানা - রায়না, বড়বাইনন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জেলা- পূর্ব বর্ধমান)। নিবন্ধিত বন্ধকী সম্পত্তির স্বত্ব দলিলের বিবরণ- বুক-১, ভলিউম নম্বর ০২১৯-২০১৮, পৃষ্ঠা -৪০১৯৩ থেকে ৪০২০৮ পর্যন্ত এডিএসআর-রায়না, পশ্চিমবঙ্গ -এর অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে ২০১৮ সালের বিয়িং নং ০২১৯০২২১৫ তারিখ- ১৫.০৬.২০১৮। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- এস. ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে- সড়কে, পূর্বে- জে. ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে- অনিল ঘোষের সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ০১.১২.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ২১,৭৫,২০০.০০ টাকা (একুশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুইশো টাকা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ।
৩.	ক) বর্ধমান শাখা খ) ঋণগ্রহীতাগণ: ১. শ্রী রমেশ চন্দ্র গাইন, পিতা- লক্ষ্মী কান্ত গাইন ২. শ্রী শঙ্কর গাইন, পিতা- রমেশ গাইন গ্যারান্টারগণ: ১. শ্রী দেবরাজ মালিক, পিতা- প্রভাত মালিক ২. শ্রীমতী দীপিকা গাইন, স্বামী- শংকর গাইন	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- (এলআর প্লট নং ৫৫৯, মৌজা - ডালুইবাজারে অবস্থিত, জেএল নং ৫৫ আছে, এলআর খতিয়ান নং ৯৬৫ এর সাথে সম্পর্কিত, জমিরএলাকা ৫ ডেসিমেল, থানা-মেমারি, এডিএসআর- মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান), বন্ধকীকৃত সম্পত্তির স্বত্ব দলিলের বিবরণ- ২০০৯ সালের ১৯.০৮.২০০৯ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৩৬৮২, বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৬৬১ থেকে ৬৭১ নং ০৩৬৮২, এডিএসআর- মেমারি, বর্ধমানের অফিসে নিবন্ধিত **রমেশ চন্দ্র গাইন -এর নামে। পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- জিটি রোড এবং অন্যান্য পার্টির সম্পত্তি, দক্ষিণ- খালি জমি, পূর্বে- জয়া গাইন এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- সেখ আব্দুল এর দোকান দ্বারা।	ক) ১২.০৯.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ১৩,১৬,৫৫৭.৮০ টাকা (তেরো লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশো সাতান্ন টাকা ও আশি পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ।

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪
স্থান : বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

Punjab & Sind Bank

বিরাটি শাখা
মহাজাতি নগর, বিরাটি, ২৯, এম বি রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৫১, ই-মেল : k0846@psb.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) বিরাটী শাখা খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স দাস আয়রন শ্রী অতনু কুমার দাস (স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন সংশ্লিষ্ট জমিতে : **ক)** পরিমাণ : ৬০৮ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমির অবস্থিত মৌজা : উত্তর নিমতা, জেএল নং ২, আরএস নং ১০২ , আরএস দাগ নং ৩০৬৩/৩৬৭৪, ৩০৬৬ এবং ৩০৬৬/৩৬৭৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৩৩ এবং ১৬৫৩, সংশোধিত খতিয়ান নং ২৮৭৪, হোল্ডিং নং ৪৮১/ ৪৮৮ (পুরানো ৫৮০ এম বি রোড, উত্তর পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৬, থানা : নিমতা, কলকাতা : ৭০০০৪৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা)। **খ)** পরিমাণ নং ২০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্টআপ এরিয়া এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমির অবস্থিত মৌজা : উত্তর নিমতা, জেএল নং ২, আরএস নং ১০২, আরএস দাগ নং ৩০৬৩/৩৬৭৪। ৩০৬৬ এবং ৩০৬৬/ ৩৬৭৬। আরএস খতিয়ান নং ১৬৩৩ এবং ১৬৫৩, সংশোধিত খতিয়ান নং ২৮৭৪, হোল্ডিং নং ৪৮১/৪৮৮ (পুরানো ৫৮০ এম বি রোড , উত্তর পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৬ অধীন, থানা : নিমতা, কলকাতা : ৭০০০৪৯, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শম্ভু রঞ্জন সেন এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৩০ ফুট চওড়া এম বি রোড, পূর্বে : বিমল কুমার দাস, পশ্চিমে : রঞ্জন দাস।	ক) ১১.০৯.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ২৬,৭৬,৫৭৬.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশ ছিয়াত্তর টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) বিরাটী শাখা খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী দেবাশিস দাস শ্রী রুনু দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ১১ ছটাক অবস্থিত মৌজা : গৌরীপুর, জেএল নং ৬, সিএস দাগ নং ৩৬৬ (অংশ), ৩৮৮ (অংশ), এলআর খতিয়ান নং ১২২, ইপি নং ১২২, এসপি নং ৩৬১, ওয়ার্ড নং ১৫, শঙখ বিহার, ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং সি, প্রেমিসেস নং ৮৮, পুর হোল্ডিং নং ৩২০/৪, মহাজাতি নগর, মহাজাতি নগর ব্লক ১, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী দেবাশিস দাস এবং শ্রীমতি রুনু দাস** এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস প্লট নং ৩৬৬, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পূর্বে : ইটের ভাটা, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক।	ক) ০৪.১১.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ১২,৮৫,০৭৭.৬১ টাকা (বারো লাখ পঁচাশি হাজার সাতাত্তর টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৩	ক) বিরাটী শাখা খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স পোদ্দার ড্রেসেস শ্রী ত্রিনাথ পোদ্দার (স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৭ ছটাক ১৯ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : সুলতানপুর, দাগ নং ৩৮৩, আরএস খতিয়ান নং ১০৩৬, সিএস খতিয়ান নং ৩৬৬,আরএস নং ১৪৮, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, পুরসভা হোল্ডিং নং ১৫, পি সি মিত্র লেন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী ত্রিনাথ পোদ্দারের নামে সম্পত্তি। চৌহদ্দি** : উত্তরে: স্বপন কুমার কর এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, পূর্বে : সিএস দাগ নং ৫৫৭, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া চলার পথ।	ক) ১৭.১০.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ২,০০,৩২৭.০২ টাকা (দুই লক্ষ তিনশ সাতাশ টাকা এবং দুই পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৪	ক) বিরাটী শাখা খ) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : শ্রী প্রশান্ত কুমার দে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা অবস্থিত মৌজা : ধাশিন নিমতা, জেএল নং ৮,আরএস নং ১০২, তৌজি নং ১৭৩, ৬৩, ১৬৩,১৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৫১০, ১৭৬, আরএস দাগ নং ৪৭২৮, ৪৭২৯, পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৭০, উত্তর দম দম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৭ অধীন, শহিদ ননী সাহা সরণি, থানা : নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৪৯ **শ্রী প্রশান্ত কুমার দে** এর নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কমিউনিটি হল, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : আশিস কুমার বিশ্বাসের সম্পত্তি এবং কমিউনিটি হল, পশ্চিমে : প্লট নং ৯ (গৌর সুন্দর দে) এবং প্লট নং ১০।	ক) ১১.০৯.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ১১,৯৪,৪৫৪.৫৮ টাকা (এগার লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশ চুয়ান্ন টাকা এবং আটান্ন পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৫	ক) বিরাটী শাখা খ) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ : ১. শ্রীমতি সংঘমিত্রা দাস ২. শ্রী অতনু কুমার দাস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ৪, পঞ্চম তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১০০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত ভবন মৌজা উত্তর নিমতা, আরএস দাগ নং ৩০৫২/৩৬৭০, আরএস খতিয়ান নং ১৭৯৬, পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৫২(৪৬০) ওয়ার্ড নং ২৬, এম বি রোড, উত্তর দম দম পুরসভা অধীন, থানা : নিমতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **শ্রীমতি সংঘমিত্রা দাস এবং অতনু কুমার দাসের নামে** সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে : চলার পথ, দক্ষিণে : মধুসূদন ব্যানার্জি রোড, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া চলার পথ এবং কালীপদ ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : মহা বিদ্যানন্দ মুখার্জির ভবন।	ক) ১১.০৯.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ১৮,৮৪,৪৮৪.৭৪ টাকা (আঠার লাখ চুরাশি হাজার চারশ চুরাশি টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৬	ক) বিরাটী শাখা খ) ঋণগ্রহীতা/সংস্থা : মেসার্স সিং ট্রান্সপোর্ট অংশীদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণ : ১. শ্রী যশপাল সিং ২. শ্রী বলরাজ সিং	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নির্মিত মোট জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ১২ বর্গফুট যেখানে জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৫ ছটাক ১২ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : বিশরপাড়া, পরগনা : কলিকাতা, জেএল নং ৫, আরএস নং ৮৯, ১১১, তৌজি নং ১৭২, দাগ নং ১২২৮, সিএস খতিয়ান নং ২, ৫৩, ৭২, আরএস খতিয়ান নং ৬১৫, এয়ারপোর্ট থানা অধীন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৫১ এবং জমির পরিমাণ ১০ ছটাক ১২ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : বিশরপাড়া, পরগনা :কলিকাতা,জেএল নং ৫, আরএস নং ৮৯, ১১১, তৌজি নং ১৭২, দাগ নং ১২২৭, সিএস খতিয়ান নং , আরএস খতিয়ান নং , এয়ারপোর্ট থানা অধীন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৫১, **শ্রী যশপাল সিং এবং শ্রী বলরাজ সিং** এর নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুরেন্দর সিং এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি, পূর্বে: মনসুর আহমেদের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১২ফুট চওড়া সড়ক।	ক) ১৭.১০.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ৮,৯০,০৫৯.৪১ টাকা (আট লাখ নব্বই হাজার উনষাট টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৭	ক) বিরাটী শাখা খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদতা: শ্রী সুরজিৎ বিশ্বাস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ১০ ছটাক অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ নিমতা, জেএল নং ৮, তৌজি নং ১৭৩, আরএস নং ১০২, আরএস দাগ নং ৯৪১৮, সিএস খতিয়ান নং ১৪১৪, আরএস খতিয়ান নং ১৪১৭, উত্তর দম দম পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ২৩, থানা এবং পো : নিমতা, কলকাতা : ৭০০০৪৯, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সুরজিৎ বিশ্বাসের নামে সম্পত্তি। চৌহদ্দি** উত্তরে : অমল দাশগুপ্ত এবং নান্টু সাহার সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১৩ ফুট চওড়া চলার পথ, পূর্বে : ১৮ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে র রঞ্জিত সাহা এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	ক) ০২.১১.২০২৩ খ) ০২.০৩.২০২৪ গ) ১০,৮১,৩০৫.৮৫ টাকা (দশ লাখ একাশি হাজার তিনশ পাঁচ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হল উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসত। বুধবার সাড়ে ১১টা নাগাদ সভা শুরু হবে তার আগে থেকেই বারাসতের কাছারি মাঠ উপচে পড়বে বলে দাবি বিজেপি নেতাদের। প্রথমে কলকাতায় মেট্রোরেল উদ্বোধন করে তারপর বারাসতে আসবেন। এদিন বারাসতে মাঠ পরিদর্শন করতে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

তিনি বারাসতে এসে জানান, বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগদান করবেন আগামী ৭ মার্চ। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কঠোর পদক্ষেপে তিনি নির্বাচন কমিশনকে স্বাগত জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসা নিয়ে বিজেপি নেতা কর্মীদের চরম উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি তিনি কী বক্তব্য রাখেন তা নিয়েও কর্মীদের মধ্যে কৌতুহল রয়েছে। তবে তাঁর বক্তব্যের অভিমুখ মহিলাদের উন্নয়ন বলেই মনে করছেন বিজেপি নেতা কর্মীরা।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, বঙ্গে মহিলা ভোটারের সংখ্যাকে মাথায় রেখে যেমন তৃণমূল কংগ্রেস ময়দানে নেমেছে সেই একই পথে হাঁটছে বিজেপি। এদিন প্রধানমন্ত্রীর সড়ক যাত্রা সুগম করতে প্রচুর গাছ ছাটা হয়েছে। তাই নিয়ে একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

পুলিশের নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার ৩৭ লক্ষ টাকা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়া থেকে উদ্ধার ৩৭ লক্ষ টাকা, পুলিশের জালে গ্রেপ্তার এক অভিযুক্ত। ফের বড়সড় সাফল্য রানাঘাট পুলিশ জেলার। দুষ্কৃতী দমনে আবারও পুলিশি তৎপরতা চোখে পড়ল এবার নদিয়ার গাংনাপুর থানায়। গাংনাপুর থানার নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার করল ৩৭ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে গাংনাপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে নাকা চেকিং চালানো হচ্ছিল। সেই সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে গাংনাপুর থানার পুলিশ। পরবর্তীতে তাঁর বাইকে তল্লাশি চালিয়ে ৩৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় বাপ্পা সরকার নামে ওই বাইক আরোহীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর বাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। যদিও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তবে এই বিপুল পরিমাণ টাকা তিনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কার থেকেই বা পেয়েছিলেন, তার তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করেছে গাংনাপুর থানার পুলিশ।

নারীপাচার, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে সচেতনতা আরামবাগ মহিলা থানার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ থেকে শুরু করে নারীপাচার বন্ধ করা ও শিশুশ্রম প্রতিরোধে তৎপর হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ। এই নিয়ে মঙ্গলবার স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পের মাধ্যমে আরামবাগ মহিলা থানা বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি করে আরামবাগের নির্ভয়পুর বিজি শিক্ষা নিকেতন স্কুলে।

জানা গিয়েছে, ওই স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মসূচি হয়। স্কুলের মোট ৮৫ জন ছাত্রী এই কর্মসূচিতে সামিল হয়। আরামবাগ মহিলা থানা পুলিশের আধিকারিকদের দাবি, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নানান প্রলোভন থেকে ছাত্রীদের সাবধান করা হয়। এছাড়াও বাল্যবিবাহ, নারীপাচার, শিশুশ্রম রুখতে ছাত্রীদের বিশেষ সচেতন করা। আরামবাগ মহিলা থানার আধিকারিক বনানী রায় ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের কর্মসূচিতে পুলিশ আধিকারিকরা ছাত্রীদের বিশেষ বার্তা দেন। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাকি পড়ুয়া এবং নিজেদের প্রতিবেশী, চেনা-পরিজনদের মধ্যে বাল্যবিবাহের কুপ্রভাব, নারীপাচার সম্বন্ধে তথ্য দিয়ে সচেতনতা ছড়াবে বলে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একদিক যেমন পুলিশ ও শিশু সুরক্ষা কমিটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অপরাধমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা, তেমনই সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবিকা ও খাদ্য সুরক্ষার সুবিধা পৌঁছে দেওয়াও এই প্রকল্পের অংশ।

সূত্র থেকে জানা যায়, নারীপাচার দেখা যায় দুই ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই মেদিনীপুরে। যদিও হুগলি জেলায়

সেই খুব বেশি নারীপাচারের ঘটনা সামনে আসেনি। তবে বাল্যবিবাহ, শিশু কন্যাদের ওপর অত্যাচার ও শিশু শ্রমিকের ওপর অত্যাচারের বহু ঘটনা আছে। তাই এই স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পের মাধ্যমে সচেতন করা হয় স্কুল পড়ুয়াদের। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, যে কোনও প্রয়োজনে লোকাল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আইন মেনে চলুন নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সর্বদা মানুষের সঙ্গে ও মানুষের পাশে আছে।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের। মৃত পড়ুয়ার নাম রাজেশ মাঝি (২৩)। বাড়ি হুগলির আরামবাগ ব্লকের বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের চকরুইদাস গ্রামে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পাশের গ্রাম নারায়ণপুরে মেলা দেখতে গিয়েছিলেন বাইক নিয়ে। এরপর রাতে বাড়ি ফেরার পথে বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ড্রেনের মধ্যে পড়ে যান বেহালার কাছে। এই ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হন এবং চোট লাগে মাথায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছয় রাজেশের বন্ধুরা, এরপর খবর দেন পরিবারের সদস্যদের। রাজেশকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গিয়েছে, রাজেশ কয়েকদিন আগেই বাড়িতে এসেছিলেন বাড়ির পুজো ছিল বলে। থাকতেন লিলুয়াতে। যাওয়ার কথাও ছিল রাজেশের। সবে মাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেছে।

শহরের উন্নয়নের জন্য সকলে এক হওয়ার বার্তা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান শহরে অম্রুত প্রকল্প আংশিক ভাবে চালু হল। বর্ধমান পুর এলাকায় অম্রুত বাড়ি বাড়ি জল প্রদান প্রকল্প। প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। অম্রুত প্রকল্প ছাড়াও এদিন তিনি বর্ধমান শহরের নির্মল ঝিল মহাশ্মশানের সৌন্দর্যায়নেরও উদ্বোধন করেন। এদিন পুরপ্রধান পরেশ সরকার জানান, এই অম্রুত প্রকল্প নিয়ে ভাবনা ছিল। বিরোধীরা লাগাতার প্রচার করছিল অম্রুত প্রকল্প রূপায়িত হবে না। কিন্তু অবশেষে প্রথম দফায় তাঁরা প্রায় ৩৫ হাজার পরিবারে এই প্রকল্পে জল দেওয়া শুরু করলেন। বুধবার থেকেই এই পরিবারগুলি জল পাবেন। দ্বিতীয় ধাপে আরও ৬০-৬৫ পরিবারকে জল দেওয়া হবে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে এই অম্রুত প্রকল্পে সমস্ত নগরবাসী জল পাবেন এবং এই জল আগামী ৫০ বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পেতে পারবেন। দামোদরের কুমারপুর থেকে জল তুলে তা পরিশুদ্ধ করে শহরের ১০টি ওভারহেড ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে এই জল সরবরাহ করা হবে। এজন্য খরচ হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। পাশাপাশি পুরপ্রধান জানিয়েছেন, আগামী দিনে শহরের সমস্ত রাস্তাকেই তাঁরা পেপার ব্লক করতে চলেছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রাস্তা তৈরি হয়েছে। অম্রুত প্রকল্পের পাইপ লাইনের জন্য শহরের রাস্তা খুঁড়ে নষ্ট করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই যে রাস্তায় পাইপ লাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে সেই রাস্তাগুলিকে দ্রুততার সঙ্গে তৈরি করে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস আবেদন করেন, যে যা খুশি রাজনীতি করতে পারেন। কিন্তু শহরের উন্নয়নের জন্য সকলে এক হন। এদিন টোটোর সমস্যা নিয়েও বলেন খোকনবাবু। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে, কিন্তু তার জন্য সবাইকে আন্তরিক ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়া সার্ভিসকে। (পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H005413107 21012731 & KOLHL20000 087	1. মেসার্স গুহরায় কনস্ট্রাকশন (ইহার মালিক সুব্রত গুহরায় মাধ্যমে) 2. সুব্রত গুহরায় 3. সংযুক্তা গুহরায়	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 27/02/2024 এনপিএ তারিখ : 31/12/2023	05/02/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ 96,28,921.20/- (টাকা ছিয়ানব্বই লাখ আঠাশ হাজার নয় শত একুশ এবং কুড়ি পয়সা মাত্র)	অনুসূচি - I সমস্ত জমির পরিমাপ প্রায় 4 কাঠা 11 ছটাক ও 39 বর্গফুট একত্রে তৎসহ তিনতলা ইমারতের পরিমাপ প্রায় 5730 বর্গফুট (গ্রাউণ্ড এবং ফার্স্ট ফ্লোর পরিমাপ প্রায় 3820 বর্গফুট এবং সেকেণ্ড ফ্লোর পরিমাপ প্রায় 1910 বর্গফুট) যা উত্তর 24 পরগণা জেলায় নিমতা থানা অধীনে মৌজা বিরাটিতে খতিয়ান নং 316, 224 ও 365, জে.এল. নং 7 (প্ল্যান অনুসারে ডব্লু-14) অন্তর্গত দাগ নং 766 ও 767-এর অংশ গঠন করার ওপর অধিষ্ঠিত, যা বর্তমানে উত্তর দমদম পৌরসভার সীমার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 17 (দলিল অনুসারে) এবং ওয়ার্ড নং 18 (ট্যাক্স অনুসারে) অন্তর্গত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 365 (দলিল অনুসারে) এবং 973 (প্ল্যান অনুসারে) এবং বিএইচ 43 (365), এম.বি. রোড (ট্যাক্স অনুসারে) জ্ঞাত এবং নাম্বারযুক্ত।

তারিখ: 06.03.2024
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম -তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭১৯৬৮৪

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২২.০৩.২০২৪** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- তারিখ - ২২.০৩.২০২৪
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রত্যেকটি ডাকের জন্য
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : অ্যাকোয়া ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযত্নে শ্রী ঋত্বিক ঢোল (জামিনদাতা এবং প্রথম অধিকারী/ফ্ল্যাটের মালিক),খড়িদা, বিধানপল্লি, পো : খড়গপুর,জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৩০১ **শ্রী ঋত্বিক ঢোল** (প্রয়াত মোম ঢোলের আইনি উত্তরাধিকারী ঋতম ঢোল এর পিতা এবং স্বাভাবিক অভিভাবক), ফ্ল্যাট নং ১-এ, ব্লক বি, ২য়তল, ডায়মন্ড টাওয়ার-৩, রাজপুরা, থানা : খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৩০১	ফ্ল্যাট নং ১/এ, ২য়তলে, ব্লক -বি, ডায়মন্ড টাওয়ার-৩, পাঁচতলা আরসিসি গঠনের বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৬৭ বর্গফুট (৫৫৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া এবং ১১১ বর্গফুট সকলের ব্যবহারের এরিয়া) এবং পার্কিং এরিয়া আনুমানিক ১০০ বর্গ ফুট বেসমেন্টে, মৌজা : রাজপুরা, এলআর প্লট নং ৩৮৭, জেএল নং ১৩০, এলআর খতিয়ান নং ২৪০, কলাইকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-৪৪৫৯ -২০১৩ সালের, সিডি ভলুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪৯৫৮ থেকে ৪৯৯৩। সম্পত্তি শ্রী ঋত্বিক ঢোল এবং প্রয়াত মোম ঢোলের নামে রেজিস্ট্রিকৃত। **সম্পত্তি আইডি : SBIN400050708543** **ব্যাঙ্কের সহিত অমীমাংসিত আইনি জটিলতা : নেই।**	৩৪,৯৯,৮১১.৬৯ টাকা (চৌত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার আটশ এগার টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) টাকা ৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি : ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	১৭,০০,০০০.০০ টাকা / ১,৭০,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৫.০৩.২০২৪

সম্পত্তির অনুসন্ধান

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭ ৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ২২.০৩.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২২.০৩.২০২৪
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ট্রন ভিডিওটিক্স প্রা লি., প্রয়াত শেফালী গুহ জামিনদাতার আইনি উত্তরাধিকারীগণ : ১) শ্রী অভিজিৎ গুহ, ২) শ্রীমতি গৌতমী ধর, ৩) শ্রীমতি গোপা দত্ত রায়, ৪) শ্রীমতি রূপা ঘোষ। জামিনদাতাগণ : ১) শ্রীমতি সর্বাণী গুহ, ২) শ্রীমতি সর্বাণী ঘোষাল, ৩) বিশ্বজিৎ গুহ,** পিতা প্রয়াত এ আর গুহ, ৪) **কেতন মৈত্র** পিতা প্রয়াত বি মৈত্র। **সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ২ বেড রুম, ১ বাথ রুম ১ প্রিভি সহ, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন এবং ১ বারান্দা ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫মতলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ১/১৩ অংশ জমির মকারারি মৌরাসি বাস্তু জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ ৭ কাঠা ৩ ছটাক ১৮ বর্গফুট কমবেশি, কলকাতা পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৭৪/ডি/১,রহিম ওস্তাগর রোড, থানা : লেক, কলকাতা- ৭০০০৪৫, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৫ বর্গফুট কমবেশি এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায় এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে : পোদ্দার এর জমি এবং সাধারণ চলার পথ রহিম ওস্তাগর রোডের দিকে, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : বসাকদের জমি। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী গুহ এর নামে,** উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১১৫১-২০০৬ সালের।	ক) ২০,৮০,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৮,০০০.০০ টাকা	ক) ৯,৭৪,৬৬,৭৩৯.৪৫ টাকা (নয় কোটি চুয়াত্তর লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশ উনচল্লিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) টাকা ৩১.০৮.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ, আপনি চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক. জানা নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭১১২৫৫

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৫.০৩.২০২৪

সম্পত্তির অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	সম্পত্তির আইডি SBIN200003224267	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট https://sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
এলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগনকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**মেসার্স গ্রীন গার্ডেন অ্যাগ্রো প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী শৈফুল মল্লিক পিতা- কে. এন. মল্লিক (ডিরেক্টর, শেয়ারহোল্ডার,** গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা, **ঠিকানা**- ফ্ল্যাট নং- ১০৫ (১ম ফ্লোর), ১২৩, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২০১,) **শ্রী সেখ সিরাজ আলী (ডিরেক্টর, শেয়ারহোল্ডার এবং গ্যারান্টর) ঠিকানা:** পিতা- সেখ আহমেদ আলী, ডুমুরদহ, ডুমুরদহধাম থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৫১৫, **শ্রী সুভাষ মজুমদার (ডিরেক্টর ও গ্যারান্টর)** পিতা- রাধিকা রঞ্জন মজুমদার, কাঁটাপুকুর, ত্রিবেণী রোড, পুরাতনপোতা, ঝাপনতলার কাছে, মিনাজপুর, পোস্ট ও থানা - মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮, **শ্রীমতী জেসমিন মল্লিক (জামিনদার)** পিতা- মনুয়ারা খাতুন, চক্রবর্তী পাড়া ঠিকানা- বান্দিপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭ **শাখা: ডি.এইচ. রোড শাখা**	৩০.১২.২০২৩ এবং ০৪.০৩.২০২৪	৪,৫৮,৫৭,৩৯৬.০০ টাকা **(ক্যাশ ক্রেডিট + টার্ম লোন + ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি) (চার কোটি আটান্ন লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) ৩০.১২.২০২৩ অনুযায়ী** এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	(১) মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ -এর নামে থাকা ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের রাইস মিল জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা - ধনজিপুর, জেএল নং. ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং. ২৬৬,২৭৪,২৭৫ এবং ২৭৬ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা-দাদপুর, ব্লক-পোলবা, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির এলাকার মধ্যে, জেলা- হুগলী, ৭১২৩০৫। ২০২১ সালের ০৮.০৩.২০২১ তারিখের উপহারের দলিল নং আই-১৬৪৬ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে বই নং- ১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৪৫ থেকে ৬৫৪৭৭ পর্যন্ত ১৩.০৪.২০২১ তারিখে ডিএসআর-২, হুগলিতে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির তফসিল নিম্নরূপ: (ক)** আরএস ওএলআর দাগ নং ২৭৪-এ প্রায় ১৩ ডেসিমেল সমন্বিত রাইস মিল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৫ দ্বারা, চালের কল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬১ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্বে - ১২' ফুট মেটাল রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭৩ ,রাইস মিল দ্বারা। **(খ)** 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭৫-এ প্রায় ১০ ডেসিমেল পরিমাপের। **দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৭ রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৭৪ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্বে- ১২' ফুট মেটাল রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭৬ নং রাইস মিল দ্বারা। **(গ)** প্রায় ২০ ডেসিমেল পরিমাপের 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭৬। **দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৭ নং দ্বারা, রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৭৩ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্বে - দাগ নং ২৭৫ নং রাইস মিল দ্বারা, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭১ ও ২৭২ নং রাইস মিল দ্বারা। **(ঘ)** 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় ০৮ ডেসিমেল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ২৬৬। **দলিল অনুসারে সীমানা:** উত্তরে- দাগ নং ২৬৮ নং রাইস মিল, দক্ষিণ- অন্যের জমি, পূর্বে- দাগ নং ২৭২ নং রাইস মিল, পশ্চিমে- অন্যের জমি। (২) মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ এর নামে থাকা ১৬০ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের রাইস মিল জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা - ধনজিপুর, জেএল নং. ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং. ২৬৫,২৭০,২৭১, ২৭২ এবং ২৭৩ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা-দাদপুর, ব্লক-পোলবা, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির এলাকার মধ্যে, জেলা- হুগলী, ২০২১ সালের ০৮.০৩.২০২১ তারিখের উপহারের দলিল নং আই-১৬৪৫ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে বই নং-১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৭৮ থেকে ৬৫৫১২ পর্যন্ত ডিএসআর-২, হুগলী ১৩.০৪.২০২১তারিখে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির তফসিল নিম্নরূপ: (ক)** আরএস ওএলআর দাগ নং ২৬৫-এ প্রায় ২৭ ডেসিমেল সমন্বিত রাইস মিল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৬৮ ও ২৭২ দ্বারা, রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৪ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্বে - দাগ নং ২৬১ নং রাইস মিল পশ্চিমে- অন্নদেশ্র জমি দ্বারা। **(খ)** 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭০-এ প্রায় ৪৯ ডেসিমেল পরিমাপের। **দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৮ ও ২৮০ রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৮ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- দাগ নং ২৭১ ও ২৭২ নং রাইস মিল দ্বারা , পশ্চিমে- দাগ নং ২৬৯ নং রাইস মিল দ্বারা। **(গ)** প্রায় ১৫ ডেসিমেল পরিমাপের 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭১। **দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৮০ নং দ্বারা, রাইস মিল , দক্ষিণে- দাগ নং ২৭০ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্বে- দাগ নং ২৭৬ নং রাইস মিল দ্বারা, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭০ নং রাইস মিল দ্বারা। **(ঘ)** 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় ৩২ ডেসিমেল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭২। **দলিল অনুসারে সীমানা:** উত্তরে- দাগ নং ২৭১ নং রাইস মিল, দক্ষিণ- দাগ নং ২৬৫ নং রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৬ ও ২৭৩ নং রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৬৮ ও ২৭০ নং রাইস। **(ঙ)** আরএস ওএলআর দাগ নং ২৭৩-এ গঠিত 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ৩৭ ডেসিমেল, রাইস মিল, **দলিল অনুসারে সীমানা:** উত্তরে-দাগ নং ২৭৬ নং রাইস মিল দ্বারা দক্ষিণে- দাগ নং ২৬১ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্বে- দাগ নং ২৭৪ নং রাইস মিল দ্বারা, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭২ নং রাইস মিল দ্বারা। (৩) জনাব সাইফুল মল্লিকের নামে একটি সম্পূর্ণ আবাসিক মার্বেল মেঝের ফ্ল্যাট নং ১০৫ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ১ম ফ্লোরে অবস্থিত কভার এলাকা ৮০৪.৮৪' বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ ৯৬৬' বর্গফুট সেইসঙ্গে বিল্ডিংয়ের নীচের জমির অবিভক্ত অপরিবর্তনীয় শেয়ার সহ, খতিয়ান নং ৩৯৯৮, ৩৯৯৯ এবং ৪০০০ নং খতিয়ানের অধীনে ২৭৬৮,২৭৬৯ এবং ২৭৭০ নম্বরের পুনর্বিবেচনামূলক বন্দোবস্ত প্লট নিয়ে গঠিত মৌজা শ্রীরামপুর, জেএল নং ১৩, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং. ১২৩, ওয়ার্ড নং ০৭, নেতাজি সুভাষ এভিনিউ, শ্রীরামপুর পুরসভার অধীন, থানা- শ্রীরামপুর জেলা- হুগলী। সম্পত্তিটি ২০১০ সালের বিক্রয় দলিল নং ০০৫৫৭ এর মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছে বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা নং ৯১৭৫ থেকে ৯১৯৪ পর্যন্ত ০১.০২.২০১০ তারিখে এডিএসআর শ্রীরামপুর এ নিবন্ধিত। **ফ্ল্যাটের সীমানা:** উত্তর- ১ম ফ্লোরে খোলা আকাশ, দক্ষিণ- ১ম ফ্লোরে খোলা আকাশ, পূর্ব-১ম ফ্লোরে সিঁড়ি রুম, পশ্চিম- ১ম ফ্লোরে খোলা আকাশ।

তারিখ: ০৪.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৬ মার্চ ২০২৪ ২২ ফাল্গুন ১৪৩০ বুধবার

বিজেপিতে যোগদানের কথা ঘোষণা করেই নারদ কাণ্ড নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত ২৪ ঘণ্টার জল্পনা সত্যি করে বিজেপিতে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।আর তার পরেই নারদকাণ্ড সংক্রান্ত প্রশ্নে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আড়াল করতে গিয়ে তৃণমূলের হাতেও অস্ত্র তুলে দিয়েছেন বিজেপি নেতাদের অনেকের দাবি, শুরুতেই 'চালিয়ে খেলতে' গিয়ে বিরোধীদের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন অভিজিৎ।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেছেন, নারদকাণ্ডে অভিযুক্তরা সকলেই 'চক্রান্তের শিকার'। মঙ্গলবার অভিজিতের সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন ওঠে, শুভেন্দু অধিকারীকেও তো নারদকাণ্ডে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে! কী বলবেন? জবাবে অভিজিৎ বলেন, ‘শুভেন্দু চক্রান্তের শিকার।’ তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, ‘তবে কি তৃণমূলের যে নেতাদের নারদের ফুটেজে দেখা গিয়েছিল, তাঁরাও চক্রান্তের শিকার?’ জবাবে অভিজিৎ বলেন, ‘অবশ্যই তাঁরাও চক্রান্তের শিকার।’

অভিজিৎ যে বিজেপিতে যোগ দেবেন তা আগে থাকতে ঘোষণা করেননি পদ্মশিবিরের নেতারা। পরিকল্পনা ছিল ৭ মার্চ একটা চমক দেওয়া হবে। বড় যোগদানেই ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় আসবেন। বুধবার বারাসতে তাঁর জনসভা। রাজ্য বিজেপির নেতারা সেই প্রস্তুতি নিয়ে যখন ব্যস্ত, তার মধ্যেই ‘দীর্ঘ’ সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিজিৎ। প্রথমেই বিজেপিতে যোগদানের কথা জানিয়ে দেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রসঙ্গে এমন কিছু জবাব দেন যা দলের অবস্থান-বিরোধী। তবে সে সব নিয়ে কোনও সমালোচনা না করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'উনি বিজেপিতে যোগদানের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওঁকে সঙ্গে পেলে বিজেপির পক্ষে ভালই হবে।'

তবে নারদ কাণ্ডে শুভেন্দুকে নিরপরাধ দেখাতে গিয়ে যেভাবে তৃণমূল নেতাদেরও অভিজিৎ চক্রান্তের শিকার বলে ক্লিনচিট দিয়েছেন তাতে বিজেপির অনেকেই ক্ষুব্ধ বলে শোনা যাচ্ছে।

যদিও কথা ঘুরিয়ে এক বিজেপি নেতার মন্তব্য, ‘আমার মনে হয় উনি বলতে চেয়েছেন যে, তৃণমূলের মধ্যেই ছিল ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত।’ ওই নেতার আরও দাবি, একা একা সাংবাদিক বৈঠক না করলেই পারতেন অভিজিৎ। পাশে দলের কোনও অভিজ্ঞ নেতা থাকলে ওঁকে অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত রাখা যেত।

তৃণমূল যাত্রাপার্টি, মমতা প্রকৃত রাজনীতিক, মন্তব্য অভিজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিচারপতি পদে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। পা রেখেছেন রাজনীতির মঞ্চেও। তারপরেই তৃণমূলকে তুলোধোনা করলেও, তৃণমূলের সর্বময়ী নেত্রী সম্পর্কে কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘প্রকৃত রাজনীতিক’ মনে করেন প্রাক্তন বিচারপতি। তবে তাঁর কাছে তৃণমূল ‘যাত্রাপার্টি’।

আগামী বৃহস্পতিবার 'আপাতত' বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন।পূর্বঘোষণা মতো মঙ্গলবার হাই কোর্টে গিয়ে দেশের রাষ্ট্রপতিকে ভিপিও মারফত ইস্তফার চিঠি পাঠিয়ে দেন অভিজিৎ।

প্রয়াত পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত যাত্রাপালা ছিল ‘মা-মাটি-মানুষ’। ঘটনাচক্রে, তৃণমূলকে তার সঙ্গে তুলনা করলেন করেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো করে অভিজিৎ বলেছেন, '২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে তৃণমূলের সেই অবস্থা হবে, যা ২০০৯ সালে সিপিএমের হয়েছিল। আর ২০২৬ সাল পর্যন্ত দলটাই থাকবে না! শুধু কয়েকটা গ্রেপ্তারির প্রয়োজন।' পাল্টা তৃণমূলের তরফে চন্দ্রিমা বলেন, ‘উনি ২০২৬ সাল পর্যন্ত রাজনীতিতে থাকবেন কি না তারই ঠিক নেই!’

মঙ্গলবার সল্টলেকের বাড়িতে পৌঁছে সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিজিৎ বলেন, ‘তৃণমূলকে একটি দুষ্কৃতীদের দল বলে মনে করি। তৃণমূলকে আমি রাজনৈতিক দল বলেই মনে করি না! তৃণমূল হল একটি আন্দোলনের যাত্রাদল। ওদের যাত্রাপালার নাম হল মা-মাটি-মানুষ।' আবার পাশাপাশিই তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা সম্পর্কে তাঁর মত, তিনি প্রকৃত রাজনীতিক। প্রসঙ্গত, বিচারপতি থাকাকালীন বিভিন্ন মামলার পর্যবেক্ষণেও মমতা সম্পর্কে ‘মানবিক মুখ্যমন্ত্রী’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন তিনি।

বিদেশে ৭৫০ কোটি টাকা পাচার, শংকর আঢ্যর বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির

রেশন দুর্নীতি মামালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় শংকর আঢ্যর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল ইডি। ৮০ পাতার এই চার্জশিটে শংকর আঢ্যর বিরুদ্ধে ভারত থেকে বাংলাদেশ ও সেখান থেকে দুবাইয়ে ৭৫০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ তোলা হয়েছে। এরই পাশাপাশি এই চার্জশিটে নাম রয়েছে ২২ জন সাক্ষীর। যার থেকে কমিশন পেতেন শংকর আঢ্য।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, রেশন দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যর নাম। ২০১২ তেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত একাধিক কোম্পানির মাধ্যমে বাংলাদেশ ও দুবাইয়ে টাকা পাচার করেছেন শংকর। মোট প্রায় ৭৫০ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে বলে দাবি করে ইডির। যার থেকে ০.৫ শতাংশ কমিশন পেতেন শংকর আঢ্য।

প্রসঙ্গত, শংকর আঢ্যকে গ্রেপ্তারের পর তদন্তে নেমে ৯৫ টি বিদেশি মুদ্রা বিনিময় সংস্থার হদিশ পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছিল ইডি। তার মধ্যে নাকি ৬টি শংকর আঢ্যর পরিবারের সদস্যের নামে। বাকি গুলো বেনামে। ওগুলোর মাধ্যমেই দুর্নীতির টাকা সাদা করার চেষ্টা করানো হতো। পেট্রাপোল সীমান্তে রয়েছে শংকর আঢ্যর মানি এক্সচেঞ্জের অফিস। যদিও বর্তমানে তা বন্ধ।

নতুন অতিথি আলিপুর চিড়িয়াখানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জোড়া রয়্যাল বেঙ্গল উপহার পেল আলিপুর চিড়িয়াখানা। সোমবারই উত্তরবঙ্গ থেকে একজোড়া রয়্যালি বেঙ্গল টাইগার আনা হয়েছে এখানে। সোমবার একটি বাঘিনী ও একটি বাঘ পেয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দুজনেরই বয়স তিন বছর। বেঙ্গল সাফারির শীলার বাচ্চা তারা। মঙ্গলবার দুজনকে দর্শকদের সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই সঙ্গে আলিপুর চিড়িয়াখানা পাচ্ছে টাপিরও।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় বাঘের সংখ্যা ১০। তবে তাদের বয়স হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রজননের জন্যচ অনেকদিন ধরে বাঘ নিয়ে আসার কথা চলছিল। জানা গিয়েছে, প্রথমে রাঁচি থেকে একজোড়া বাঘ নিয়ে আসার পরিকল্পনা ছিল চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের।

পরে বেঙ্গল সাফারি থেকে বাঘ নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়।

রাজন্যা বিজেপিতে যাচ্ছেন? জল্পনা ওড়ালেন যুব নেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে যেভাবে বিজেপিতে যাওয়ার হিড়িক শুরু হয়েছে, তাতে নাকি সম্প্রতি তৃণমূলের যুবনেত্রী হয়ে ওঠা রাজন্যাও আছেন। এ নিয়ে জল্পনা শুরু হতেই জবাব দিলেন তরুণ নেত্রী। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিজেপিতে যাওয়ার প্রস্তাব তাঁর কাছে এসে থাকলেও তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গত বছর ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের যুব মুখ হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন রাজন্যা হালদার। সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে এই তরুণ তুর্কি রাজনৈতিক মহলে ধীরে ধীরে নিজের নাম এবং জায়গা তৈরি করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। রাজন্যা বলেন, ‘আগামী ১০ মার্চ জনগর্জন সভার ডাক দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার সঙ্গে বিজেপির তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু, আমার স্পষ্ট উত্তর ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে কখনই অন্য দলে যোগদান করব না।’

রাজন্যা বলেন, ‘বিজেপির তরফে এমপি টিকিটের প্রলোভন দেওয়া হয়। বলা হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে। সেই জায়গা থেকে যদি দল ছাড়ি এবং বিজেপিতে যোগদান করতে চাই তাহলে করতে পারি। রাজ্যের তরফে যোগাযোগ করেছিল। চার পাঁচ দিন আগে যোগাযোগ করে। ফোনে যোগাযোগ করা হয়।’ সঙ্গে রাজন্যা এও বলেন, বারবার যে দুর্নীতির কথা বিজেপি বলে তা বিজেপিই তৈরি করেছে। ফলে আমার উত্তর না ছিল, আছে, থাকবে।রাজন্যার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘এই বিষয়টি নিয়ে কিছু জানা নেই। তাই কোনও মন্তব্য করব না।’ একই কথা শোনা যায় বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার কণ্ঠেও। আগামী ১০ তারিখ ব্রিগেডে জনগর্জন সভার ডাক দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। সেই সভা থেকে উল্লেখযোগ্য বার্তা দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা কী বার্তা দেন, এখন সব নজর সেই দিকেই। এদিকে লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজন্যার এই দাবি ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই গোটা বিষয় নিয়ে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা অবশ্য মুখ খুলতে রাজি হননি।

নিউটাউনে বেসরকারি বাসে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিনের ব্যস্ত সময়ে শহরের উপকণ্ঠ নিউটাউনের ডিজি ব্লকে অ্যাকশন এরিয়া ১ বিশ্ববাংলা মোড়ের কাছে হঠাৎই আগুন লাগে চলন্ত বাসে। বাস থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখে চিৎকার শুরু করেন যাত্রী ও স্থানীয়রা। আর এই চিৎকার শুনে বাস থামান চালক। এদিকে বাস থেকে তাড়াহুড়ো করে যাত্রীরা নামার পাশাপাশি দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলেও। দমকলের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে খবর, নিউটাউন থেকে আলিপুর রুটের ২৬০ নম্বর বাসে এদিন হঠাৎ-ই এই আগুন লেগে যায়। যাত্রী নিয়ে আলিপুর থেকে নিউটাউনের দিকে আসছিল এই ২৬০ নম্বর রুটের বাসটি। বিশ্ববাংলা মোড়ের কাছে আসতেই দেখা যায় গাড়ির ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এরপরই তড়িঘড়ি যাত্রীদেরকে বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকলে ও পুলিশে খবর দেওয়া হলে ঘটনারস্থলে এসে পৌঁছায় টেকনো সিটি থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন।

NIT No. SFDC/MD/NIT- 51 (e)/2023-24

SFDC Ltd. Invites tender for the works work 'Repair and Renovation of Giriraj Guest House at Siliguri'. Last date of (online) bid submission on **20/03/2024 at 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **22/03/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

e-Tender Notice

NIT No. 60/23-24 & 61/23- 24, dt.29/02/2024, 04/03/2024

Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 2 nos) Total Amount Rs. 42,80,341.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 11/03/2024 upto 04-00 p.m. & 18/03/2024 uptp 04-00p.m. (Other details collect from the office and website **https:/wbtenders.gov.in**)

Sd/- E.O.
Chapra Pan. Samity, Nadia.

TENDER NOTICE

E Tender is invited through on-line Bid System vide **NIeT No: -15/GGP/PBG-IBRD/ 2023-24,** With Vide Memo **No. 85/GGP/ 2023-24, Dated: - 04-03-2024,** The Last date for online submission of tender is **11/03/2024 upto 02.00 P.M.** For details please visit website:- **htpp:// wbtenders. gov.in**

Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchaya

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 38/EO/2023-24

E-Tenders are invited for 1 nos Mechanical & Electric works. Bid Submission start- **05/03/2024**, Ends- **19/03/2024** For more details please visit **www. wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 37/EO/2023-24

E-Tenders are invited for 11 nos Civil works. Bid Submission start- **05/03/2024**, Ends- **19/03/2024** For more details please visit **www.wbtenders. gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 72/2023-24 & Memo No.: 308, Date: 04.03.2024,** for **07 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **13.03.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

1. e-N.I.Q. No. : UKM/MSMK/ 001(e)/2023-24 dt. 05.03.2024

Chairman,Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for running preventive maintenances of 04 nos. Ambulance & 01 no. Hearse Van under Mahamaya Sishu O Matrimangal Kendra for the period of two years. Documents download start date & Bid submission start date– **06.03.2024**.Bid Submission Closing Date – **14.03.2024.** For Details:-**https://www.wbtenders. gov.in**

Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

N.I.Q. NO. – UKM/034/WW/ 2023 – 2024, DATED – 05.03.2024

1. Supplying Pipe Line Materials at water works department under U.K.M..Quotation Submission closing Date – **13.03.2024. at 3.00 p.m**. For More Details – Visit **www. uttarparamunicipality.in**.

N.I.Q. NO.–UKM/035/WW/ 2023 – 2024, DATED–05.03.2024

1.Supplying Hand Tube Well Materials at water works department under U.K.M.. Quotation Submission closing Date – **13.03.2024. at 3.00 p.m**. For More Details–Visit **www.uttarparamunicipality.in**

N.I.Q. NO. – UKM/036/WW/ 2023 – 2024, DATED –05.03.2024

1. Three (3) number pump motor set rewinding and repairing at water works department under U.K.M.. Quotation Submission closing Date – **13.03.2024. at 1.00 p.m**. For More Details – Visit **www.uttarpara municipality.in**

Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

নং : WB-03/TN/ED/MV/2023-2024 তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি- এইচএমসি সেন্ট্রাল অফিসের জন্য আইসিইউ ব্যাবস্থাপনা সহ ১ (একটি) অ্যাম্বুলেন্স এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড,ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সাম্প্রতিক তারিখের জিএসটি সংশাপত্র, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শুরুর তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে।

টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শেষ তারিখ : ২৮.০৩.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।

অনুগ্রহ করে দেখুন :https://wbtenders.gov.in

২৯৩(৩)/২৩-২৪
৫/৩/২৪

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Name of Work:- Construction of BT & CC Road within Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIT No.	Tender ID	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	WBMAD/BM/21e/2023-24 Memo No. 94/PWD dt. 05.03.2024	2024 MAD 679687 1 to 8		
2	WBMAD/BM/22e/2023-24 Memo No. 95/PWD dt. 05.03.2024	2024 MAD 679703 1 to 7	05.03.2024 at 06.00 PM	13-03-2024 at 02.00 pm
3	WBMAD/BM/23e/2023-24 Memo No. 96/PWD dt. 05.03.2024	2024 MAD 679708 1 to 7		

For details please visit www.wbtenders.gov.in & **www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS

Corrigendum
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-16 of 2023-24 (1st call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Electro-Mechanical work for Sinking of Two (2) nos. DTW near the OHR at Ward No.15 & 22 under Basirhat Municipality. Omitted: Table 3:- Sl. No. X) Having valid electrical contractor license and supervisory license.

Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

HOOGHLY-CHINSURAH MUNICIPALITY
Notice inviting e-Tender

Notice (NIT) No. WBMAD/C/ HCM/Gen/NIT 1/3e/24
Memo No. : 5715/Gen/SS
Date: 05/03/2024

e-Tenders are invited from manufacturers/ suppliers for the Supply of Offset Printing Machine under this municipality vide **Tender ID No. 2024_MAD_680087_1**. Closing date of bid submission is **16/03/2024 upto 14.00 hours**. Detailed information will be available from the General/ Establishment dept. of this municipality and bidding website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211

NOTICE INVITING E-TENDAR 1St Call

WBPMID/BASU/GP/NIT-37/23-24, Memo No.: 89, Date: 04.03.2024
WBPMID/BASU/GP/NIT-38/23-24, Memo No.: 90, Date: 04.03.2024

Tendar Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of workat Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date: **05/03/2024.** Bid Submission end Date: **12/03/2024** and Bid Opening Date: **15/03/2024.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 120/FCXV/CON/T/23-24 Dated 05.03.2024.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Construction of Drinking Water Kiosk within Barrackpore Municipality. Last date of submission of tender: **20.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www. wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 119/FCXV/CON/T/23-24 Dated 05.03.2024.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Supply of Pump & Motor with Pumping accessories. Last date of submission of tender: **20.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 118/FCXV/CON/T/23-24 Dated 05.03.2024.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Operation and Maintenance of 2 nos. Moveable Compactor. Last date of submission of tender: **20.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders. gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 36/23-24/FCXV/T Dated 05.03.2024.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **20.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders. gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 35/23-24/FCXV/T Dated 05.03.2024.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **20.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders. gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

e-Tenders are invited by the Chairman, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Parganas for development work under 15th Finance Commission (Tied Fund). **e-NIT No.:WBMAD/ULB/ GM/NIT-14/2023-24 Date : 04-03-2024. Name of Work :** Sinking of Deep Tube-well of 200 mm dia with Top Enlargement of 300 mm dia including of Pipe, Submersible Pump, Pump House, Inter Connection, Electrical Works and allied works at Madal Danga Road bye Lane in Ward No.14 under Garulia Municipality during the year 2023-24 **Rs.22,58,283-00**, **e-Tender ID:2024_MAD_679020_1. Name of Work :** Sinking of Deep Tube-well of 200 mm dia with Top Enlargement of 300 mm dia including of Pipe, Submersible Pump, Pump House, Inter Connection, Electrical Works and allied works at 3 No. Scheme bye Lane in Ward No.02 under Garulia Municipality during the year 2023-24 **Rs.22,58,283-00**, **e-Tender ID : 2024_MAD_679020_2 . Name of Work :** Withdrawing the defective Pump and installation of new Submersible Pump for drawing drinking water from the Tube-well in location Bhupal Babu Road Ward No.17 under Garulia Municipality during the year 2023-24 **Rs. 2,53,494-00**, **e-Tender ID : 2024_MAD_679020_3. Name of Work :** Withdrawing the defective Pump and installation of new Submersible Pump for drawing drinking water from the Tube-well in location Western Street, Ward No.07 under Garulia Municipality during the year 2023-24 **Rs.2,33,686-00**, **e-Tender ID : 2024_MAD_679020_4.** Start date of Bid Submission : **04-03-2024 6-30 p.m**. Bid Submission End Date : **19-03-2024 5-30 p.m.** Details information will be available in **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-Sri Ramen Das, Chairman,
Garulia Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এনআইটি/০২/২৪/১৩ তারিখঃ ০৪.০৩.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ- (১) **১০২৩২৩৭৩**; আউটার স্প্রিং ইত্যাদি ক্রয়; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (২) **২২২৪৫০০১**; ইঞ্জ. রিকম্বিন্যান্ট এরিথ্রোপয়েটিন আলফা ৪০০০ আইইউ প্রতি পিএফএস; ₹ ১,৮৯,৯১০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৮.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৩) **০৮২৩১০৮৬বি**; ব্যাটারি চার্জিং ইউনিট, ২০০ অ্যাম্পিয়ার, ১৩০ ভোল্ট ডিসি ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৭৬,৪৩০; (৪) **০৮২৩১৪৩৫**; ডিসকানেকটিং এবং আর্থিং ডিভাইস ১২৫ অ্যাম্পিয়ার ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ;₹ ১,৮৪,৫৪০; (৫) **১০২৩২২৫১**; মোটর ইত্যাদি সমেত মেশিন রুম ব্লোয়ার সংগ্রহের কাজ; ₹ ৯২,২৪০; (৬) **১৬২৩১০০১**; ট্রান্সফরমার সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৪৬,০৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ৩ থেকে ৬-এর জন্য ১৯.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৭) **০৮২৩১৬১৪এ**; সিল করা লিড অ্যাসিড রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি; ₹ ৯৭,৫৫০; (৮) **১০২২১৮০৫সি**; সাসপেনশন টিউব ইত্যাদি; ₹ ২,২৩,৯৬০; (৯) **১০২৩২৫১২এ**; হাই ভোল্টেজ বুশিং ইত্যাদি; ₹ ০; (১০) **১১২৪১৭৬৬**; ছাদের জলের ট্যাঙ্ক ৩০; ₹ ০; (১১) **২০২৩১০২২**; আইসিএফ ড্রয়িং নং. এমইএমইউ/টিসি-০-৫-০০৬, দফা নং.১, অল্ট, ১/৪ (স্মল এল) ইত্যাদি অনুসারে এমইএমইউ টিআর কোচসমূহের বোলস্টার হেলিকাল স্প্রিং (আউটার) সংগ্রহের কাজ; ₹ ২,১৯,৩০০; (১২) **২০২৪২১৫৬**; নন অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক ‘কে’ ধরনের কম্পোজিশন ব্রেক ব্লক ইত্যাদি; ₹ ৬,০০,৬০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ৭ থেকে ১২-এর জন্য ২০.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (১৩) **১০২৩২৩৮৭**; আর্থ রিটার্ন ব্রাশ হোল্ডার অ্যাসেম্বলি; ₹ ০; (১৪) **১০২৪১৩৫২**; প্রোগ্রাম সুইচ ইত্যাদির সেট; ₹ ০; (১৫) **১০২৪১৩৫৬**; লোকোর জন্য প্রোগ্রাম সুইচ এইচসিপি ইত্যাদি; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ১৩ থেকে ১৫-এর জন্য ২১.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (১৬) **১০২৪১৩৫৭**; লোকোর জন্য এইচবিএ প্রোগ্রাম সুইচ; ₹ ০; (১৭) **১১২৩৫০১৬**; ৪.৫ কিলোওয়াট আন্ডারস্লাং ইত্যাদি; ₹ ১,৫৩,৮৭০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ১৬ ও ১৭-এর জন্য ২২.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (১৮) **১৫২৪৫০২০**; ৮০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন, নন সিএনসি প্রেস ব্রেক হাইড্রোলিক-এর প্রতিষ্ঠা, সরবরাহ এবং সূচনা ইত্যাদি; ₹ ৭৮,৪০০; (১৯) **২০২৩২১৯৬**; অ্যাক্সেল বেয়ারিং (প্লেন স্লিভ বেয়ারিং - টপ অ্যান্ড বটম হাভ্‌স) ৩.৫৫ মিমি আন্ডার সাইজ বিএইচইএল ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ ইত্যাদি; ₹ ৪,৫৩,৪৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৫.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (২০) **০৫২৪১০০৯**; পেন্ট এনামেল সিন্থেটিক এক্সটেরিয়র ফিনিশিং মিডল ব্রান্সউইক গ্রিন সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (২১) **০৮২৩১৬১৮**; কনডেন্সার ফ্যান মোটর ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (২২) **২০২৩১০৯৮**; ইএমইউ সমূহের ডুপ্লেক্স চেক ভালভ ১.৫ +/- (প্লাস-মাইনাস) ০.১২ কেজি/সেমি২ প্রেশার সেটিং এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন সিস্টেম; ₹ ৮৮,৪৯০; (২৩) **২১২৪১৪৪১**; অ্যাসেম্বলড অবস্থায় ব্যাক প্লেট এবং প্যাকিং পিস সহ ডোরওয়ে ক্রস বার প্রেসিং সংগ্রহের কাজ; ₹ ৮৪,৬৫০; (২৪) **২২২৪৫২১৯**; ইঞ্জ. ইনসুলিন গ্লারগাইন আইপি ৩০০ ইউ/এমএল. (মনোকম্পোনেন্ট ইনসুলিন গ্লারগাইন আর-ডিএনএ অরিজিন) ১.৫ মিলি/৪৫০ ইউ-এর (একটি পেন ও ২০টি নিডল প্রতি ২০টি কার্টরিজ-এ বিনামূল্যে) ১টি কার্টরিজ; ₹ ১,৮২,৮০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ২০ থেকে ২৪-এর জন্য ২৬.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (২৫) **০৫২৩১০৭৮**; বোরন মুক্ত কেরোসিন ইনহিবিটর এবং ইঞ্জিন কুল্যান্ট এইচপি পাওয়ার কুল আরআর আরডিএসও-র স্পেসি. নং. এমপি.এমআই-১৫ (রেভ.১২), জানুয়ারী ২০১৯, শেল্ফ লাইফ ১২-১৮ মাস, সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (২৬) **০৮২৩১৪৭১**; কন্টাক্টর ৪ পোল, ৯৫ অ্যাম্পিয়ার ক্যাপাসিটি ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ৬৯,১০০; (২৭) **১০২৩১২৮৭বি**; লো প্রেশার সিলিন্ডার ইত্যাদি; ₹ ০; (২৮) **১০২৩২১০১**; এওএইচ কিট; ₹ ১,১৪,১৬০; (২৯) **২১২৩১৩৫৬**; বগি সেন্টার পিভট বটম অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৩৯,৭৩০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ২৫ থেকে ২৯-এর জন্য ২৭.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৩০) **০৭২৪৫০০৮**; এম.এস. প্লেট সংগ্রহের কাজ, আকার ১০ x ১২৫০ x ৫০০০ মিমি স্পেসিফিকেশন আইএসঃ ৫৯৮৬ এফই ৩৬০ ইত্যাদি; ₹ ৭৭,৪২০; (৩১) **১০২৩১০৯২**; ট্রুনিয়ন অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির সেট ক্রয়; ₹ ১,১০,৪৫০; (৩২) **২০২৩১০৫৯**; বেয়ারিং বোল্ট (সাব-অ্যাসেম্বলি, সিঙ্গল পিস), ইএমইউ কোচের শাকু কাপলার ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৪৪,১৪০; (৩৩) **২২২৩৬০৩৬**; ট্যাব/ক্যাপ সেমাগ্লুটাইড ৭ মিলিগ্রাম; ₹ ০; (৩৪) **২২২৩৬০৩৭**; ট্যাব/ক্যাপ সেমাগ্লুটাইড ১৪ মিগ্রা; ₹ ০; (৩৫) **২২২৩৬০৩৮**; ট্যাব/ক্যাপ সেমাগ্লুটাইড ৩ মিগ্রা; ₹ ০; (৩৬) **২২২৪৫০৫৮**; ইঞ্জ. লিরাগ্লুটাইড ৬ মিগ্রা/মিলি, ৩ মিলি প্রিফিলড পেন; ₹ ০; (৩৭) **২২২৪৫০৭০**; ইঞ্জ. ডেক্সামিথাজোন ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ইমপ্ল্যান্ট ০.৭ মিগ্রা; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ৩০ থেকে ৩৭-এর জন্য ২৮.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৩৮) **০৫২৩১০৬৭**; আইএসঃ ৩০৯/২০০৫, ৪র্থ রিভিশন, রিফিমড ২০১৮ অনুসারে কমপ্রেস্‌ড অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহের কাজ; ₹ ৯১,৩৫০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৩৯) **১১২৩১১৮৯এ**; প্লেট (এলএলএইচ-৩৩/৩৯) ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (৪০) **১২২৩৫২৩৮**; আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-১৮৯৮ অল্ট ৪ এবং সাম্প্রতিকতম পরিবর্তন, যদি কিছু থাকে এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং.টি-১-২০২১ তৎসহ সাম্প্রতিকতম পরিবর্তন, যদি কিছু থাকে, অনুসারে ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেল-এর ফিশ প্লেট নির্মাণ ও সরবরাহ; ₹ ১,০৬,৬৯০; (৪১) **১৪২৩১১৪৭**; রিলে এসি ইমিউন, প্ল্যাগ ইন ধরনের, স্টাইল "কিউএসপিএ১", ডিসি নিউট্রাল লাইন, শো টু পিক আপ ২৪ভোল্ট ৮এফ/৪বি কনট্যাক্টস, ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক কনট্যাক্টস মেটাল টু কার্বন; ₹ ১,০৮,৮৪০; (৪২) **২০২৩২১৪৮**; এএমইউ টিআর এবং মোটর কোচ সমূহর এস. এস. (সিআরএফ) ট্রাফ ফ্লোর, আইসিএফ ড্রয়িং নং. আইসিএফ/এমআরডিসি/ডি/এইসি-১-৩-০০২, দফা নং.১, অল্ট নং. "ডি"; ₹ ১,৩৯,২৭০;(৪৩) **২১২৩১১১৮এ**; ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ কমপ্লিট ইত্যাদি; ₹ ২,৩৫,৮৯০; (৪৪) **২১২৪১২০৮**; মোডিফায়েড ইলাস্টোমেরিক প্যাড (ডিজাইন-এ) কমপ্লিট ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ৯,৮৭,৩৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ৩৯ থেকে ৪৪-এর জন্য ০১.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৪৫) **১০২৩২২৬৪**; ভোল্ট মিটার-এর ব্যাটারি ভোল্ট মিটার সমেত সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (৪৬) **১১২৩১০৫৪**; ট্রাফ ফ্লোর ইত্যাদির জন্য কানেক্টিং ওয়েব; ₹ ০; (৪৭) **২০২৩১০৬৩**; সেমি-পারমানেন্ট কাপলার এন্ড "বি", ইএমইউ কোচ-এর জন্য শাকু কাপলার-এর (i) মেসার্স এসকর্টস ড্রয়িং নং. ৪০-৫৮৭-(০) বেয়ারিং ব্র্যাকেট ব্যতীত সাপোর্ট সমেত ড্রয়িং নং. ৪০-৫৮৮-০৭(২), (ii) মেসার্স ডব্লুএসএপ-এর ড্রয়িং নং. ৪০-৫৮৭-(০) বেয়ারিং ব্র্যাকেট ব্যতীত সাপোর্ট সমেত ড্রয়িং নং.৪০-৫৮৮-০৭(২) অনুসারে (iii) মেসার্স স্যানরক-এর ড্রয়িং নং.২ইডি-১৮২-১৩৫৬, আরডিএসও-র স্পেক নং. ৬১-বি-৩৬ রেভ. ৬৮-১ অ্যামেন্ডমেন্ট নং.১ অফ অক্টোবর-২০১৬ সহ; ₹ ২,৮৫,০৬০; (৪৮) **২০২৪৩০৩১**; আরমেচার পাওয়ার এবং ইকুয়ালাইজার কয়েল সমূহর সেট; ₹ ১,৩৫,৫৮০;(৪৯) **২২২৪৫১২১**; সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যানুলা (সেন্ট্রোফিক্স-ট্রায়ো) স্পেসিফিকেশন - সামগ্রীতি সংকটজনক অবস্থায় রোগীর ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, নিম্নলিখিত স্পেসিফিকেশনের সমেত রিটেন্ডারিং করা যেতে পারে। (১) উপাদান - রেডিও ওপেক বায়োকম্প্যাটিবল পলিইউরেথেন, (২) লুমেন-এর সংখ্যাঃ ৩ (তিন), (৩) আকারঃ ৭ এফ, (৪) ক্যাথিটার-এর দৈর্ঘ্যঃ ১৬-২০ সেমি, (৫) সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত সেটটিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকতে হবে- (ক) ভালভ নিডল, (খ) লুয়ার লক সিরিঞ্জ ৫ মিলি, (গ) কিঙ্ক প্রুফ, গাইডওয়্যার কম্প্যাটিবল সাইজ ও দৈর্ঘ্যের যা নিকেল-টাইটানিয়াম নির্মিত হতে হবে, (ঘ) ভালভ্‌ সমেত, সফ্ট টিপ-যুক্ত, ৭এফ বাইরের ব্যাসযুক্ত ট্রিপল লুমেন ১৬জি-১৮জি-১৮জি রেডিওপ্যাক- বায়োকম্প্যাটিবল-পলিইউরেথেন নির্মিত। গভীরতা নির্ধারণের জন্য দৈর্ঘ্য চিহ্ন অবশ্যই থাকতে হবে। কালার কোডেড লক ফিটিং এবং লুমেন। কিউটেনিয়াস ফিক্সেশন-এ জন্য চ্যানেল জংশনে ফিক্সেশন উইং থাকবে। (ঙ) কম্প্যাটিবল সাইজের ডাইলেটর, (চ) স্ক্যালপেল, (ছ) অ্যাডহেসিব ড্রেসিং। (৬) বিনামূল্যে স্টেরাইল পাইরোজেন, (৭) দীর্ঘ সময়ের এক্সপায়ারি; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ৪৫ থেকে ৪৯-এর জন্য ০২.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৫০) **১০২৩২২৫২**; ডব্লুএপি-৭/ডব্লুএজি-৯ লোকো সমুহের জন্য ক্র ফ্যান সংগ্রহের কাজ; ₹ ৯৫,৩০০; (৫১) **১০২৪১০৪৬**; কনভেনশনাল লোকো ইত্যাদির জন্য রিলে (নো ভোল্ট) টাইপ ডিইউ (কিউ-৩০); ₹ ০; (৫২) **২২২৪৫১০৬**; ট্যাব/ক্যাপ নিলোটিনিব ১৫০ মিগ্রা; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ৫০ থেকে ৫২-এর জন্য ০৩.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৫৩) **২২২৪৫০৭১**; ইঞ্জ. ব্রোলুজুম্যাব ১২০ মিগ্রা/মিলি (ভায়াল + ফিল্টার নিডল); ₹ ১,২৪,৮৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৫৪) **২২২৪৫০৮৭**;ইঞ্জ. অ্যাফ্লিবারসেপ্ট ৪০ মিগ্রা/মিলি ইন্ট্রাভায়াল ব্যবহারের জন্য নিডল সমেত; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৫৫) **১৪২৩১০৩০**; লেড অ্যাসিড সেল, লো মেনটেন্যান্স, ২ ভোল্ট শক্ত কনটেনারের মধ্যে, আইআরএসঃ এস-৮৮-২০০৪ সাম্প্রতিকতম কোনো পরিমার্জন থাকলে সেটি সমেত, অনুসারে সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি; ৮১,৪৫০; (৫৬) **২০২৪১১১৫**; আইপিএ ফ/ইএমইউ টিআর কোচসমুহের চ্যানেল সাপোর্ট; ₹ ৭৬,১৩০; (৫৭) **২০২৪১৮৭০**;১/২" x ২৪" ব্রেইডেড রাবার এয়ার হোস এন্ড ফিটিং সমেত সম্পূর্ণ, ইএমইউ ট্রেলার কোচসমূহের জন্য কেপিএ ড্রয়িং নং. (১) ইআর/কেপিএ/এএল/পিএন.৩এইচই.১১১৯কে-আইটেম নং.১ থেকে ৬ (২) ইআর/কেপিএ/ইএল/পিএন.৩জিআই.৫৪১জে, শিট-২-দফা নং. ৮ (০২ নং. উভয় প্রান্তের জন্য) অনুসারে; ₹ ৭৩,৩৯০;(৫৮) **২২২৪৫১০৫**; ট্যাব/ক্যাপ নিলোটিনিব ২০০ মিগ্রা; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ৫৫ থেকে ৫৮-এর জন্য ০৮.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৫৯) **১১২৪১৪৭৫**;ইএমইউ এবং আইসিএফ কনভেনশনাল কোচসমূহর জন্য রুফ ভেন্টিলেটর সংগ্রহের কাজ;₹ ০; (৬০) **১৯২৩১০৬২**; গ্লাস ফাইবার ব্যাগ ফিল্টার লার্জ ইত্যাদি; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ৫৯ ও ৬০-এর জন্য ১০.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৬১) **১১২৩১০৪৪**; হুইল ট্রেড ওয়্যার ইত্যাদির জন্য প্যাকিং রিং সংগ্রহের কাজ; ₹ ৬৫,৭৪০; (৬২) **২০২৩১৬৭৪**; ট্র্যাকশন মোটর-এর জন্য অ্যাডাপ্টার প্লেট; ₹ ৫২,৭১০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ৬১ ও ৬২-এর জন্য ১৫.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৬৩) **০৮২৩১১২৭**; মাল্টিফাংশনাল ইপক্সি ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২২.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৬৪) **১০২৪১৭৬৬**; হাই ভোল্টেজ কেবেল প্লাগ সমেত ইত্যাদি; ₹ ৬৯,১০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০৪.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৬৫) **২০২৩১৫৪৫**; ১/২ ইঞ্চি সেফটি ভালভ কমপ্লিট; ₹ ৭৫,২০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০৫.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৬৫-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ₹ ০। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিষয়ে আরও বিশদ জানতে এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-75/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 264, KOLKATA, WEDNESDAY
6 MARCH 2024, PAGE 8

রবিবার রাত ৮.১৫ মিনিটে ডার্বি

দুপুরে ব্রিগেড, রাতে খেলা, ছুটির দিনে বিশাল যানজটের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা ডার্বি নিয়ে জট তৈরি হয়েছিল। একই দিনে ডার্বি এবং ব্রিগেডে তৃণমূলের সভা থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই কারণেই ডার্বির সময় পরিবর্তন হতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল। অন্য রাজ্যে ম্যাচ সরে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও উঠেছিল। মঙ্গলবার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডার্বির আয়োজক ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বৈঠক হয় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যুবভারতীতেই ১০ মার্চ রাত ৮.১৫ মিনিট থেকে ম্যাচ শুরু হবে। অর্থাৎ ৪৫ মিনিট পিছিয়ে গেল ম্যাচ।

ইস্টবেঙ্গল এই ডার্বির আয়োজক। তাই মঙ্গলবার দুপুরেই টিকিট ছাপতে দিয়ে দিয়েছে তারা। কিন্তু তখনও ম্যাচের সময় চূড়ান্ত হয়নি। ফলে কিছু সংখ্যক টিকিটে ছাপার অক্ষরে ম্যাচের সময় না লেখা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, পরে ছাপা টিকিটে ম্যাচের সময় রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে লিখে দেওয়া হবে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা ঢুকবেন ১, ২ এবং ৩ নম্বর গেট দিয়ে। মোহনবাগান সমর্থকেরা ৩এ, ৪ এবং ৫ নম্বর গেট দিয়ে। ১০ মার্চ ব্রিগেডে সভা রয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের। সে কারণে যুবভারতীতে পর্যাপ্ত পুলিশ দেওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে আয়োজক ইস্টবেঙ্গলকে ম্যাচের দিন বদলের অনুরোধ করেছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকেরা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ আধিকারিকদের একাধিক বৈঠকেও জট খোলেনি। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট অনুরোধ করেছিল ৯ এবং ১০ মার্চ ডার্বি না করতে।

একাধিক সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল কলকাতা ডার্বি নিয়ে। ম্যাচের দিন পরিবর্তনের কথা প্রথমে শোনা গিয়েছিল। তাতে আইএসএল আয়োজকদের সম্মতি ছিল না।

কারণ, প্রতিযোগিতার সূচি বিঘ্নিত করতে চায়নি তারা। বিকল্প হিসাবে ম্যাচটি অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলেও শোনা গিয়েছিল। সে ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল ভুবনেশ্বর এবং জামশেদপুর।

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রথমে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটেই খেলা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে দিনই ব্রিগেড থাকায় জটিলতা তৈরি হয়েছিল। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছিল, রাত ৯টায় ম্যাচ করার। কিন্তু সম্প্রচারকারী চ্যানেল তাতে রাজি ছিল না। তারা খুব বেশি হলে ৩০ মিনিট খেলা পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল। অর্থাৎ, সম্প্রচারকারী চ্যানেল চেয়েছিল খুব বেশি হলে রাত ৮টায় খেলা শুরু হোক। দীর্ঘ বৈঠকের পরে দু'পক্ষের দাবি মেনে মাঝামাঝি একটি সময় ধার্য করা হয়েছে। সেই কারণে, রাত ৮.১৫ মিনিটে হবে কলকাতা ডার্বি। এখন প্রায় শেষ মুহূর্তে সম্প্রচারকারী চ্যানেল আবার বলছে, তারা সাড়ে ৮টার আগে খেলা দেখাতে পারবে না। কিন্তু পুলিশ যেহেতু সওয়া ৮টায় খেলা শুরুর অনুমতি দিয়েছে, তাই তখনই ম্যাচ করার কথা ভাবা হচ্ছে। যদি সম্প্রচারকারী চ্যানেল কোনও ভাবেই সওয়া ৮টায় সময় বার করতে না পারে, তা হলে ম্যাচ সাড়ে ৮টায় হবে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা পাকা? টেস্ট শুরুর দু'দিন আগে রিঙ্কুকে ডেকে পাঠাল ভারতীয় দল, তার পর?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের শেষ টেস্ট শুরু ৭ মার্চ। তার দু'দিন আগে রিঙ্কু সিংহকে ভারতীয় দল ডেকে পাঠাল ধর্মশালায়। সেখানে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ফোটোশুট চলছে বলে জানিয়েছে একটি সংবাদমাধ্যম। রিঙ্কুকে সেই কারণেই ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। রিঙ্কুর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা তাই আরও উজ্জ্বল হল বলে মনে করা হচ্ছে।

জুন মাসে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে হবে সেই প্রতিযোগিতা। ভারতের হয়ে সেই বিশ্বকাপে রিঙ্কুকে খেলতে দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। 'হিন্দুস্তান টাইমস' জানিয়েছে যে, ধর্মশালায় ভারতীয় দলের ফোটোশুট হচ্ছে। সেটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য। সেই কারণে রিঙ্কুকে ডেকে পাঠিয়েছে দল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভারতের আর কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ নেই। তাই আইপিএলে ক্রিকেটারেরা কেমন খেলছেন, সেটা দেখে বিশ্বকাপের দল বেছে নেওয়া হতে পারে। যদিও সেটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, যশপ্রীত বুমরা এবং হার্দিক পাণ্ড্য আইপিএলে যেমনই খেলুন, বিশ্বকাপের দলে তাঁরা নিশ্চিত। যদি না কোনও চোট সমস্যা হয়। এই তালিকায় রিঙ্কুর নামও চলে আসছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথমে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ফিনিশার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন রিঙ্কু। পরে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়ে নিজেকে প্রমাণ করেন তিনি। সেই কারণেই বিশ্বকাপে রিঙ্কুর জায়গা পাকা বলে মনে করা হচ্ছে। যে সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে ফোটোশুটের জন্য রিঙ্কুকে ডেকে পাঠানোয়।

কেকেআরের প্রস্তুতি চলছে মুম্বইয়ে। সেখানেই ছিলেন রিঙ্কু। ভারতের হয়ে ১৫টি টি-টোয়েন্টি এবং দু'টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। টি-টোয়েন্টিতে ৩৫৬ রান করেছেন। দু'টি অর্ধশতরান করেছেন। এক দিনের ক্রিকেটে করেছেন ৫৫ রান। আগামী দিনেও তাঁর উপর ভরসা দেখাতে পারে দল।

ছক্কা মেরে স্পনসরের গাড়ির কাচ ভাঙলেন এলিস পেরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সীমানাদড়ির বাইরে মঞ্চে সাজানো গাড়ি ক্রিকেট মাঠে আজকাল নিয়মিতই দেখা যায়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার হিসেবেই রাখা হয়ে থাকে ঝাঁ,চকচকে সেই গাড়ি। অনেক সময় স্পনসর প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন হিসেবেও রাখে সেই গাড়ি। চার-ছক্কার টি-টোয়েন্টির এই যুগেও কী করে যেন গাড়িগুলোর কাচ অক্ষত থেকে যেত। ছক্কাগুলো যে খুঁজে পেত না গাড়িগুলোকে।

গাড়িগুলোর অক্ষত থাকা সেই দিন মনে হয় শেষ হতে চলেছে। গতকাল যে মেয়েদের আইপিএল হিসেবে খ্যাত উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে ভেঙেছে সেই গাড়ির জানালার কাচ। ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটার এলিস পেরি উত্তর প্রদেশ ওয়ারিয়র্সের দীপ্তি শর্মাকে বিশাল এক ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। সেই শটে বলটি আছড়ে পড়ল টাটা পাঞ্চ ইভি গাড়ির জানালায়। কাচ ভেঙে চুরমার মুহূর্তেই।

ওই ঘটনার পর অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডারকে মনে হচ্ছিল 'দুষ্টুমি' করে ধরা পড়ে যাওয়া দুষ্টু ছেলে! অপ্রস্তুত হয়ে পড়া পেরির চেহারা দেখে মজা করতে ছাড়েননি ধারাভাষ্যকারেরা। তাঁদের একজন ধারাভাষ্যে বলেন, 'তারা (স্পনসর প্রতিষ্ঠান) তোমার কাছে জরিমানার রসিদ পাঠিয়ে দেবে। আমার মনে হয় গাড়িটা সে-ই পাবে। ভেঙেছ যখন গাড়িটা তুমিই রাখো!'

৩৭ বলে ৫৮ রান করা পেরি পরে নিজেও মজা করেছেন এ নিয়ে। ম্যাচ শেষে মেয়েদের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় বলেন, 'একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো ইনস্যুরেন্স আমার আছে কি না, ভাবছিলাম সেটিই।'

গাড়ির কাচ ভাঙার দিনে চারটি ছক্কা মেরেছেন ৩৩ বছর বয়সী ব্যাটার। জিতেছে তাঁর দলও। পেরির ৫৮ ও অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার ৮০ রানের ইনিংস বেঙ্গালুরুকে এনে দেয় ১৯৮ রান। রান তাড়ায় উত্তর প্রদেশ থামে ১৭৫ রানে।

মধ্যপ্রদেশের চাই ৯৩ রান, বিদর্ভের ৪ উইকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল জমে গিয়েছে। সমানে সমানে লড়াই চলছে বিদর্ভ এবং মধ্যপ্রদেশের। পঞ্চম দিনে সরাসরি ম্যাচ জেতার সুযোগ রয়েছে দুই দলের কাছেই। জয়ের জন্য মধ্যপ্রদেশের চাই ৯৩ রান। বিদর্ভের চাই ৪ উইকেট। ফলে ম্যাচ ড্র হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

প্রথম ইনিংসে বিদর্ভ ১৭০ রান তোলে। জবাবে মধ্যপ্রদেশ তোলে ২৫২ রান। ৮২ রানের লিড পায় মধ্যপ্রদেশ। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে বিদর্ভ ৪০২ রান তুলে চাপ ফেলে দেয় চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দলকে। চতুর্থ ইনিংসে মধ্যপ্রদেশের সামনে লক্ষ্য দেওয়া হয় ৩২১ রানের।

সেই রান তাড়া করতে নেমে মধ্যপ্রদেশের ওপেনার যশ দুবে ৯৪ রান করেন। হর্ষ গাউলি করেন ৬৭ রান। তাঁরা দলকে লড়াইয়ে রেখে ছিলেন। শেষ বেলায় যদিও পর পর উইকেট হারিয়ে চাপে মধ্যপ্রদেশ। অক্ষয় ওয়াখারে নেন ৩ উইকেট। আদিত্য সারওয়াত নেন ২ উইকেট। শেষ দিনে বিদর্ভের চাই ৪ উইকেট। তাহলেই ম্যাচ জিতে নেবে তারা।

মুম্বই ইতিমধ্যেই রঞ্জির ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। কোন দল তাদের বিরুদ্ধে খেলবে, সেটা নিয়েই লড়াই চলছে। বুধবার সকালেই হয়তো ঠিক হয়ে যাবে ম্যাচের ভাগ্য।

অবিশ্বাস্য মিসেও যেভাবে 'গ্রেট' হলান্ড

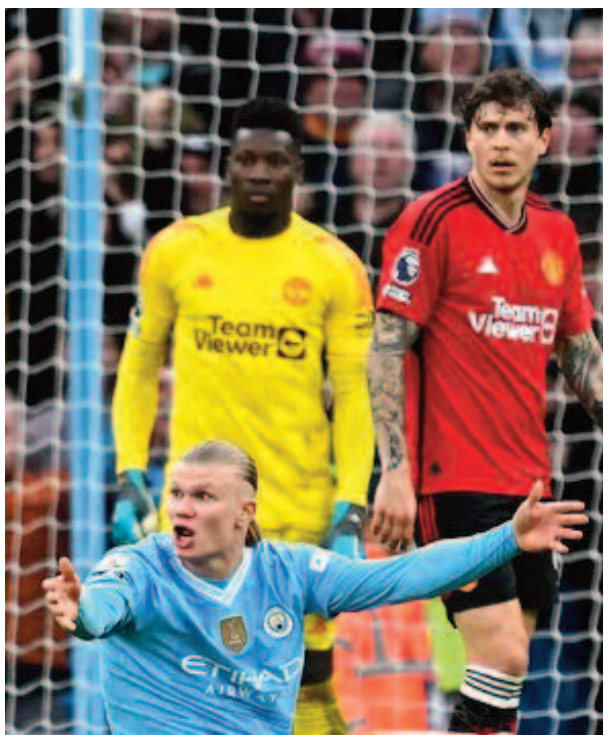

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতিহাদে ম্যানচেস্টার সিটি বনাম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যাচ। সিটি পিছিয়ে ১,০ গোলে। প্রথমার্ধের ৪৫ মিনিটের মাথায় সিটি আক্রমণটা তৈরি করেছিল বাঁ প্রান্ত দিয়ে। জেরেমি ডকু বল বাড়ান রদ্রিকে। স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে কড়া পাহাড়ায় রেখে ছিলেন ইউনাইটেডের দুই ডিফেন্ডার।

পোস্টের কাছাকাছি থাকা আর্লিং হলান্ডের সঙ্গেও ছিলেন দুই মার্কার। যে কারণে রদ্রি বল বাড়ান ডান প্রান্তে 'আনমার্কড' ফিল ফোডেনকে। সিটি মিডফিল্ডারকে সামলাতে ইউনাইটেড রক্ষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় গোলমুখে অরক্ষিত হয়ে পড়েন হলান্ড। তাঁকে আটকাতে ছিলেন না ইউনাইটেড গোলকিপারও!

এমন পরিস্থিতিতে ফোডেন বুদ্ধিদীপ্তভাবে হেডে বল পাঠান নরওয়েজীয় স্ট্রাইকারকে। ১ গোলে পিছিয়ে থাকা সিটিকে সমতায় ফেরাতে হলান্ডকে বলে সামান্য টোকা হলেই চলত। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ' থেকে হলান্ড সেই গোল মিস করলেন! পোস্টের ওপর দিয়ে চলে যায় তাঁর ভলি।

সহজ সুযোগ হাতছাড়া করায় তাৎক্ষণিভবে সমালোচনার মুখে পড়েন হলান্ড। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে এটিকে প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে 'সবচেয়ে বাজে মিস' বলেন। আরেকজন লিখেছেন, 'গোললাইন থেকে দারুণভাবে বল ক্লিয়ার করেছে হলান্ড।'

ম্যাচ শেষে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাকে এই মিস নিয়ে কথা শুনতেই হতো। গার্দিওলা এ নিয়ে বলেছেন, 'অসাধারণ সব খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

তাদের অনেককে কোচিং করানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তারা এসব (সুযোগ হাতছাড়া করা) তাৎক্ষণিকভাবে ভুলে যায়। তারা যত দ্রুত সম্ভব এটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে। ফুটবলার এবং বাস্কেটবল খেলোয়াড়দেরও আমি দেখেছি মিস করতে। এরপর তারা একটা হাসি দেয় এবং কাজে মনোযোগ দেয়। হলান্ডও তা,ই করে। ভুলে যাওয়ার অবিশ্বাস্য দক্ষতা আছে তার। গ্রেট খেলোয়াড়দের ধরনও এটা।'

সহজ সুযোগ মিস করলেও পরে অবশ্য সিটির ৩,১ গোলের জয়ে শেষ গোলটি এসেছে হলান্ডের কাছ থেকেই।

ওয়াগনারকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে: টেলর

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউজিল্যান্ড ফাস্ট বোলার নিল ওয়াগনারকে অবসর নিতে বাধ্য করানো হয়েছে বলে মনে করেন রস টেলর। সুযোগ থাকার পরও দ্বিতীয় টেস্টের দলে ওয়াগনারকে না নেওয়াতে বিস্ময় প্রকাশও করেন সাবেক এ অধিনায়ক।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজে তাঁকে দলে নেওয়া হবে না, এমন জানার পর অবসরের সিদ্ধান্ত নেন ওয়াগনার। আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিতে প্রথম টেস্টে দলের সঙ্গে থাকলেও আগামী ৮ মার্চ থেকে ক্রাইস্টচার্চে শুরু হতে যাওয়া ম্যাচে দলের সঙ্গে থাকবেন না তিনি।

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে উইকেট নেওয়ার পর কাউকে উদ্দেশ্য করে 'চুপ করার' ইঙ্গিত করেছিলেন ওয়াগনার। একটি উইকেটের পর দলের উদ্‌যাপনে কাউকে মাঝের আঙুলও দেখিয়েছিলেন। ওয়াগনারের এমন অবসর নেওয়ার সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক আছে কি না, ইএসপিএনের অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট নামের এক পডকাস্টে টেলরকে এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল।

জবাবে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১১২টি টেস্ট খেলা টেলর বলেছেন, 'আমার মনে হয় এখন এগুলো একটু বোঝা যাচ্ছে। লুকিয়ে লাভ নেই, আমার মনে হয় এটা বাধ্যতামূলক অবসর। যদি ওয়াগনারের সংবাদ সম্মেলনের কথা শোনেন;সে অবসর নিচ্ছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের পরই। মানে সে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিল।' এর মাঝে পেসার উইল ও'রুর্ক চোটে পড়ায় ওয়াগনারের ফেরার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, যদিও নিউজিল্যান্ড দলে ডেকেছে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা বেন সিয়ার্সকে। সেটি নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন টেলর, 'তাকে দলে না নেওয়াখ আমি জানি আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা লাগবে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এমন বাঁচা-মরার একটি টেস্টে আমি নিল ওয়াগনারের বাইরে খুব বেশি কিছু ভাবতাম না। আমি নিশ্চিত সে দলে নেই বলে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটাররা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে।' এর আগে অস্ট্রেলিয়ানদের বেশ ঝামেলায় ফেলার রেকর্ড আছে ওয়াগনারের। স্টিভেন স্মিথকেই এক সিরিজে চার বার শর্ট বলে আউট করেছিলেন তিনি। ওয়াগনার থাকলে অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে রেকর্ড দশম উইকেট জুটি গড়তে পারত না বলেও মনে করেন ইএসপিএনের ওই পডকাস্টে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সীমিত ওভারের সাবেক অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। জশ হ্যাজলউডকে নিয়ে ক্যামেরন গ্রিন শেষ উইকেটে যোগ করেন ১১৬ রান, প্রথম দিন শেষে বেশ চাপে থাকলেও ঘুরে দাঁড়িয়ে এরপর প্রথম টেস্ট অস্ট্রেলিয়া জেতে ১৭২ রানে।

ফিঞ্চ বলেন, 'নিল ওয়াগনার একাদশে নেই, আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আমি ভেবেছিলাম হালকা চোটের সমস্যা আছে বলে সে নেই। সে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যে সাফল্য পেয়েছে, বিশেষ করে স্টিভেন স্মিথের বিপক্ষে;আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন ওয়াগনার থাকলে শেষ উইকেটের ওই জুটি হতো না। কারণ, সে অন্তত দশ হ্যাজলউডকে ভয় দেখাতে পারত। ক্যামেরন গ্রিনকেও হয়তো রান করা থেকে আটকাত। আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে সিদ্ধান্তটা।'

ফিঞ্চের সঙ্গে একমত হয়েছেন টেলরও, 'শুধু যে তার অভিজ্ঞতা আছে বা যেভাবে বোলিং করে, তা নয়। প্রতিপক্ষের অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও বলেছে, তাদের তাকে (ওয়াগনার) নিয়ে পরিকল্পনা ছিল। অভিজ্ঞতার ভূমিকা অনেক। কিন্তু আমি ফিঞ্চির সঙ্গে একমত। সে যদি রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে হ্যাজলউডকে বোলিং করত, সে হয়তো দুই একটা চার বা ছক্কাও দিতে পারত। কিন্তু আমার মনে হয় লম্বা সময় ধরে সে আক্রমণ করে যেত, ফলে তারা ১০০ রানের জুটি পেত না।'

'মেসিই তো তোমাকে মেরেছে, সমস্যা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) গতকাল সকালে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির শেষ মুহূর্তের খেলা চলছিল। নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে মায়ামি তখন ৫,০ গোলে এগিয়ে। ম্যাচের এমন পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষ বক্সের বাইরে ফ্রি,কিক পায় মায়ামি। ৬ষ্ঠ গোলের উদ্দেশে ফ্রি,কিক নিতে আসেন মেসি। কিন্তু মেসির সেই শট চলে যায় বার উঁচিয়ে। এতটুকু পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল।

তবে এরপর এক ভিডিওতে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। মেসির সেই শটে বলটি বেশ গতিতে ডিআরভি পিএনকের গ্যালারিতে থাকা এক শিশুর গায়ে গিয়ে আঘাত করে। মুহূর্তের মধ্যে আশপাশে সবাই জড়ো হয়ে শিশুটির খোঁজ নেয়। কোথাও ব্যথা লেগেছে কি না, তা,ও খুঁটিয়ে দেখা হয়।

ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে শিশুটিকে উদ্দেশ্য করে তাঁর বাবাকে বলতে শোনা যায়, 'ঠিক আছে প্রিয়। মেসিই তো তোমাকে আঘাত করেছে। কোনো সমস্যা নেই। কিছুই হয়নি।' তাঁর এ কথার পর পরিস্থিতিও বেশ শান্ত হয়ে আসে।

ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর এ নিয়ে শুরু হয় হাস্যরস।

ভিডিওতে মন্তব্যের ঘরে নেটিজেনরাও বিভিন্ন মন্তব্যও করেন। একজন লিখেছেন, 'মেসি গোল করতে চায়নি, সে চেয়েছিল বলটা শিশুটাকে দিতে।' আরেকজন লিখেছেন, 'একদিন এই শিশু তার পরের প্রজন্মের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে গল্প করতে পারবে।'

কেউ কেউ অবশ্য শিশুটির অভিভাবকদের আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল বলেও মন্তব্য করেছেন। একজন লিখেছেন, 'বাবা,মার ভুল।' অন্য এক নেটিজেন লিখেছেন, 'বাবার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।'

আরেকজন প্রশ্ন তুলেছেন আসন,বিন্যাসের ব্যবস্থাপনা নিয়ে, 'কেন পোস্টের পেছনে একজন শিশুকে বসতে দেবে। যেখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি।'

মায়ামির ৫ গোলে জেতা ম্যাচে মেসি ও লুইস সুয়ারেজ করেছে জোড়া গোল। এ ম্যাচ জিতে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষেও আছে মায়ামি। মেসিরা পরের ম্যাচ খেলবেন কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ নাশভিলে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**